'সাফল্য অর্জনে চাই মেধার ভিত'

নানজীবা ফাতেমা (১৪), ফাতিন হাসনাত (১৫), ঢাকা

Published: 11 November 2014 12:03 PM BdST Updated: 11 November 2014 02:26 PM BdST

শিশুদের নিয়ে নিজের নানা উদ্যোগ ও আশার কথা জানালেন দেশের প্রথম মহিলা তথ্য কমিশনার সাদেকা হালিম। বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের আটবছর পূর্তি উৎসবে হ্যালোর শিশুসাংবাদিকদের সাথে গল্প করেন তিনি

হ্যালো শিশুদের সাংবাদিকতায় আগ্রহ তৈরির একটা ভালো উদ্যোগ বলে তিনি প্রশংসা করে বলেন, শিশুদের মনে অনেক সময় অনেক প্রশ্ন জাগে। কিন্তু আমরা ওদের তেমন গুরুত্ব দেই না। আমরা ভাবি ওরা কিছুই বোঝেনা বা জানে না। এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। কারণ শিশু জন্ম নেয়ার চার বছর থেকেই ওর বুদ্ধির বিকাশ শুরু হয়

কিন্তু সেই বুদ্ধির চর্চা, বিকাশ সাধন, লালন-পালন আমাদের দেশে হয় না। এক্ষেত্রে শিশুসাংবাদিকতার বিষয়টি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে

আর শিশুরা যে শুধু শিশুদের খবরই করছে তা তো না। তাই না? বরং রাস্তায় পানি কেন জমছে, যানজট কেন বেড়েই চলেছে, নারী ও শিশুরাই কেন আক্রমণের শিকার হচ্ছে এসব নিয়েও কাজ করে। এতে ওদের অনেক কিছুই শেখা হয়। আর এভাবেই তাদের জানার আগ্রহ তৈরি হচ্ছে

তার ব্যক্তিগত জীবনের গল্প বলতে গিয়ে বলেন, আমি খুব ভাগ্যবান যে অধ্যাপক সালাউদ্দিন আহমেদকে আমি চাচা হিসেবে পেয়েছি। তার আশির্বাদ, ভালবাসায় আমার এ পর্যন্ত আসা। উনার লেখা বেশ কিছু বই, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইগুলো তোমরা পড়ো

এই বইগুলো পড়লে মুক্তিযুদ্ধের কথা, গনতান্ত্রিক বৈষম্যহীন দেশের , মানুষে মানুষে ভেদাভেদের কথাসহ আরও নানা বিষয়ে জানতে পারবে

আমার বাবা বলতেন পড়া কোন চাপের বিষয় নয়। যার যেটা পড়তে ইচ্ছে করবে সে সেটা পড়বে। কিন্তু পড়তে হবে। বলতেন তোমরা পড়ো, পড়া কখনও চুরি হয় না। আমিও বলি তোমরা পড়ো। আমার পড়াতে আর পড়তে খুবই ভালো লাগে। ছোটবেলা থেকেই চাইতাম আমি শিক্ষক হবো

কথায় কথায় বলেন, ছোটকালে তিনি খুব দুরন্ত ছিলেন।

"আমি যখন ছোট ছিলাম অনেক খোলা মাঠ ছিল। আমি খেলতাম অনেক। আর কিছুটা গেছো মেয়ে ছিলাম

গোল্লাছুট, হা-ডু-ডু থেকে শুরু করে ক্রিকেট পর্যন্ত কিছুই বাদ দিতাম না। আমি সব খেলায় চ্যাম্পিয়ন ছিলাম স্কুলে।"

জানালেন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নিজের কিছু দুশ্চিন্তার কথাও। বলেন, আমি একটু দুশ্চিন্তায় আছি শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম, নানা ভার্সনে ভাগ হয়ে গেছে। এজন্য বাচ্চা ও অভিভাবকরা একটা দোটানায় পড়ছে। এতে করে মানসিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় অনেকেরই

বাচ্চারা সারাক্ষণ বই নিয়ে ব্যস্ত থাকে। খেলাধুলার সময় নেই। এতে বাচ্চারা অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে

বাচ্চাদের ভিত যাতে শক্ত হয় সে বিষয়ে অভিভাবকের সচেতন হতে হবে। ভিত শক্ত না হলে কিছু হবে না। আর এজন্যই কত শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায় না

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় কত শিক্ষার্থী ফেইল করলো। এটি কিন্তু আমাদের একপ্রকার তথ্য দিয়েছে যে জিপিএ পাঁচই সব নয়

এখন সবকিছুতেই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে নিজের মেধাকে মজবুত করতে হবে

- See more at: http://hello.bdnews24.com/kothaykothay/article6740.bdnews#sthash.GC3cIAMI.dpuf

শিখতে গিয়ে লাগু মেলেনি পুতুলের

নানজীবা ফাতেমা (১৫), ঢাকা

Published: 11 September 2014 04:10 PM BdST Updated: 11 September 2014 04:41 PM BdST

[illegible] আপেল নিয়ে বসে থাকতেন মনোস্তত্ত্ববিদ সায়মা ওয়াজেদ পুতুল

তারই হাতে অটিজম নিয়ে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে 'এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও)

ডব্লিউএইচওর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক পুনম ক্ষেত্রপাল সিং বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই মেয়ের হাতে পুরস্কারটি তুলে দেন

[illegible]

সেদিন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু ট্রাস্ট কার্যালয়ে শিশু সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অটিজমসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কথা বলেন তিনি

আধা ঘণ্টার এ কথোপকথনে শোনান তার শিক্ষা ও পেশা জীবনের নানা অজানা গল্প.

- See more at: http://hello.bdnews24.com/kothaykothay/article6112.bdnews#sthash.QPgEf1GK.dpuf

প্রতি বছরই বদলাতো আমার পরিকল্পনা: ক্রিকেটার সাকিব

নানজীবা ফাতেমা (১৩)

Published: 2013-09-25 12:45:14.0 Updated: 2013-09-25 12:46:49.0

ক্রিকেট দুনিয়ার সুনাম কুড়োনো **বাংলাদেশের ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে** দেখা হয় **হ্যালো ডট বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের শিশু সাংবাদিক** নানজীবা **ফাতেমার (১৩)। অনুষ্ঠানের ফাঁকে তাদের মাঝে চলে কথোপকথন।**

Print

হ্যালো: আপনার খেলাধুলার শুরু কোথা থেকে?

সাকিব: আমি বিকেএসপি-তে লেখাপড়া করি। মূলত সেখান থেকেই ক্রিকেট খেলা শুরু হয়।

হ্যালো: কোন বিষয়ের প্রতি আপনার ছোটবেলা থেকেই আগ্রহ ছিল?

সাকিব: আমি ফুটবলার হতে চেয়েছিলাম। সুযোগ পেলেই খেলতাম। পরে ক্রিকেট-এ আমার পারফরমেন্স ভালো হওয়ায় এটাকেই নিজের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করি।

হ্যালো: আপনার জার্সি নম্বর '৭৫' কেন?

সাকিব: এটা বাংলাদেশ ক্রিকেট কাউন্সিল থেকে দেওয়া। এতে আমার কোন হাত নেই।

হ্যালো: শিশুদের কিভাবে খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করা যায়?

সাকিব: সেভাবে চাপ দেওয়া যাবে না। ক্রিকেটার হতেই হবে বা ফুটবলার হতেই হবে এমনটা না। যদি আগ্রহ থাকে তবে অভিভাবকদের অবশ্যই সুযোগ দিতে হবে।

হ্যালো: মেয়েদের ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে আপনার মনভাব কী?

সাম্প্রতিক খবর

বাগেরহাটে পরিচয়হীন প্রতিবন্ধী কিশোরী উ

নীলফামারীতে বঙ্গবন্ধু-বঙ্গমাতা ফুটবল ফা

স্কুলভবন দেবে যাওয়ায় অর্থমন্ত্রীর উদ্বেগ

মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদান

প্রচুর ইলিশ, ভোলায় সংকট বরফের

সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

ভোলায় মিনা দিবস পালিত

স্কুলের খরচায় ইন্টারনেট সেবার দাবি

জামালপুরে প্রতিমা ভাঙচুর

'দেশজুড়ে' প্রাথমিকে কর্মবিরতি পালিত

অভিভাবকদের অবশ্যই সুযোগ দিতে হবে।

হ্যালোঃ মেয়েদের ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে আপনার মনভাব কী?

সাকিবঃ অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে মেয়েদের এ বিষয়ে অবশ্যই আগ্রহী করে তুলতে হবে। সে ক্ষেত্রে মেয়েদের উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সুযোগ এর দরকার।

হ্যালোঃ মেয়েরা কিভাবে ছেলেদের মতো ক্রিকেট খেলতে পারবে?

সাকিবঃ মেয়েদের ক্রিকেট শুরু হয়েছে বেশী দিন হয়নি। তাই একটু সময় লাগবে। কিন্তু আমি আশা করি হবে।

হ্যালোঃ বাংলাদেশে ক্রিকেট একাডেমী পর্যাপ্ত কি?

সাকিবঃ জনসংখ্যার দিক দিয়ে একাডেমী পর্যাপ্ত নয়। খেলার দিক দিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে আরও ক্রিকেট একাডেমীর প্রয়োজন আছে বলে আমি করি।

হ্যালোঃ ছোট বেলায় আপনার স্বপ্ন কী ছিল?

সাকিবঃ আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এক বছর পরপর পরিবর্তন হতো।

নবম শ্রেণিতে আমার ইচ্ছা ছিল ডাক্তার হব। পরবর্তীতে প্রকৌশলী, পাইলট আর অবশেষে ক্রিকেট খেলোয়াড়।

হ্যালোঃ ক্রিকেট ছেড়ে ভবিষ্যতে আপনি কী করতে চান?

সাকিবঃ মাগুড়ায় একটি ক্রিকেট একাডেমী খোলা আমার অনেক দিনের ইচ্ছা।

হ্যালোঃ শিশুদের জন্য হ্যালোর এ উদ্যোগ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

সাকিবঃ ছোটবেলা থেকেই শিশুদের এভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া অবশ্যই ভাল। শিশুদের জন্য রইলো শুভ কামনা।

'ভালো চিন্তায় সাফল্য আসে'

নানজীবা ফাতেমা, ফাতিম হাসনাত রহমান (১৪), ঢাকা

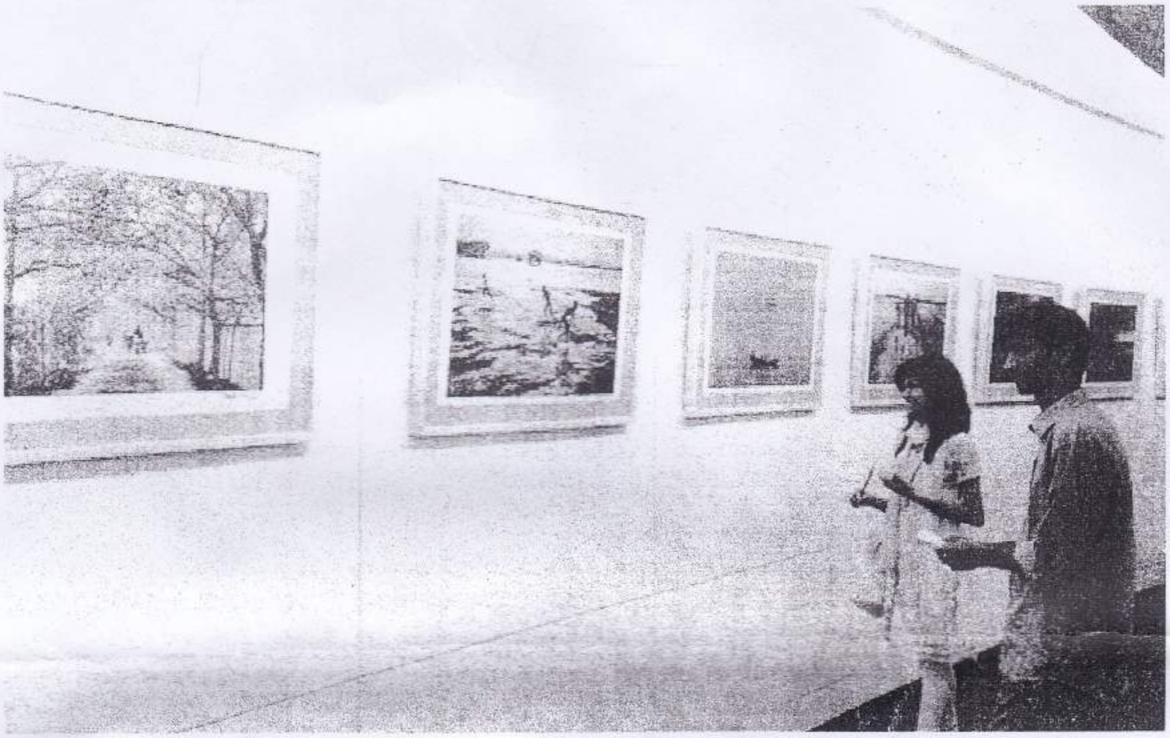

কথায় কথায় বলেন,"এখানে আমার খুবই ভালো লাগছে। বিশেষ করে তোমাদের মতো ছোট সাংবাদিকদের পেয়ে আমি ভীষণ খুশি

"আমি তোমাদের অভিনন্দন জানাই। কারণ তোমরা এখন সাংবাদিকতার যে অনুশীলন করছ তা ভবিষ্যতে আমাদের দেশের গণমাধ্যমের ওপর প্রভাব ফেলেবে।"

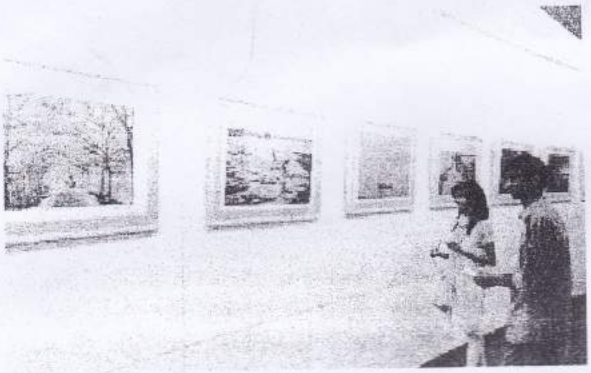

তিনি হ্যালোর প্রশংসা করে বলেন, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের এটি একটি ভালো উদ্যোগ

"সাংবাদিকতা কি, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, কীভাবে এর পরিচালনা করা দরকার তা তোমরা শিখছো। এটা তোমাদের জন্যও একটা বড় সুযোগ

"তোমাদেও উচিৎ এই সুযোগের সৎ ব্যবহার করা। তোমরা বড় হও

"সবসময় চেষ্টা করবে ভালো কিছু করার। কারণ ভালো হল সাফল্যের সোপান।" 'ভালো চিন্তায় সাফল্য আসে'

‘তোমরা গর্বিত বাঙালি হয়ে ওঠো’

নানজীবা ফাতেমা (১৪), ফাতিন হাসনাত (১৫), ঢাকা

Published: 31 October 2014 03:19 PM BdST Updated: 31 October 2014 03:19 PM BdST

গেলোবারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. দীপু মণি তার জীবনের কিছু টুকরো স্মৃতি জানালেন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের আট বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে শিশুসাংবাদিকদের সঙ্গে কথা হয় তার

গল্পে গল্পে জানান নিজের ছোটবেলার কথা। কলাবাগান লেকসার্কাস গার্লস হাইস্কুলে পড়তেন তিনি। এস এস সি ও এইচ এস সি করেছেন হলিক্রস স্কুল এন্ড কলেজ থেকে

বলেন, ছোটবেলা থেকেই আমি ছিলাম বেশ শান্ত প্রকৃতির। লাফালাফি বা দৌড় ঝাঁপ পছন্দ করতাম না। হাতে পায়ে দুষ্টামি করতাম না। যেমন গাছে উঠা, সাইকেল চালান বা মারামারি করা আমাকে দিয়ে হতো না তবে কথায় বেশ দুষ্ট ছিলাম।

খেলাধুলাও করতাম বন্ধুদের সাথে। এছাড়া আমার স্কুলে একটা খেলা হতো। স্মরনশক্তির খেলা। আমি সেটাতে বরাবরই প্রথম হতাম

পড়তে ভালবাসতাম খুব। হাতের কাছে যেটা পেতাম সেটাই পড়ে ফেলতাম। পড়ে ফেলতাম বললে ভুল হবে গোগ্রাসে গিলতাম আরকি।

আমি সব লেখকের বই পড়তাম। তবে রবীন্দ্রনাথ একটু বেশিই পড়েছি। শরৎচন্দ্রের বইও পড়েছি তবে নাম মনে করতে পারছি না। কিন্তু অনেক বই পড়েছি

সব মানুষের জীবনেই আনন্দ বেদনা পাশাপাশি থাকে। রাজনীতির জন্য আমার অনেক দিন কষ্টে গেছে।

আমার বাবা রাজনীতি করতেন। ১৯৭৫ সালে যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় তখন বাবা কয়েকবার জেলে গেছেন। ওই সময়টাই বেশ কষ্টে গেছে

তবে আনন্দের ঘটনাও আছে। আমি তখন খুব ছোট। বাবার সাথে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নাম্বারের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেদিন বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ছিল। সেদিন তিনি ভিড়ের মধ্যে থেকে বাবার হাত থেকে আমাকে টেনে নিয়ে কোলে নিলেন। তারপর ঘাড়ে তুলে নিলেন। যতক্ষণ আমি ওখানে ছিলাম ততক্ষণ আমি উনার ঘাড়ে চড়েই ছিলাম। ওই ঘটনা খুব মনে পড়ে

আমি বড় হয়ে সাংবাদিক হতে চেয়েছিলাম। মানে আমার খুব শখ ছিল যে সাংবাদিক হব। কিন্তু সুযোগ পাইনি। সাংবাদিকরা অনেক কিছু করতে পারে। একটা ভালো দেশ গড়তে সহায়তা করতে পারে

এখন রাজনীতি করি। আর এরমধ্যে দিয়ে একটি সুন্দর, সমৃদ্ধশালী ও শান্তির একটি দেশ তৈরির চেষ্টা করি। যেখানে শিশুদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ থাকবে।

শিশুদের বলবো, তোমরা ভালভাবে লেখাপড়া করো। সেই সাথে চারপাশের মানুষ সম্পর্কে, আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আমাদের সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা সম্পর্কে জানো। নিজেদের শূন্যতাগুলো পূরণ করো। যেগুলো আমরা পারিনি সেগুলো তোমরা করো। আমি চাই তোমরা গর্বিত বাঙালি হয়ে ওঠো

আর হ্যালো তোমাদের মতো শিশুসাংবাদিক তৈরি করছে। তোমরা একদিন অনেক বড় সাংবাদিক হবে। এখন থেকেই এর জন্য তৈরি হতে পারছ। এটা খুব ভালো। তবে তোমাকে যে সাংবাদিক হতে হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু এই যে তুমি বড় বড় মানুষের সাথে কথা বলতে পারছ এই অভিজ্ঞতা তোমার কাজে লাগবে। এটা তোমাদের অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ঢাকায় শিশুসাংবাদিক নির্বাচন সম্পন্ন

ঢাকা মহানগরে হ্যালোর সাংবাদিক হিসেবে ১৫ জন শিশুকিশোরকে নির্বাচন করা হয়েছে।

হরতাল, পেছাল পরীক্ষা

ঢাকায় শিশুসাংবাদিক বাছাই পরীক্ষা সম্পন্ন

শিশুসাংবাদিক বাছাই পরীক্ষা শুক্রবার

শিক্ষকের পিটুনিতে দুই ছাত্র হাসপাতালে

ঢাকা মহানগরে শিশুসাংবাদিক হতে চাও

জামালপুরে স্কুলমাঠ দখলের চেষ্টা

পানির অভাবে বোরো ক্ষেত চৌচির

বান্দরবানে বিজ্ঞান উদ্ভাবনী মেলা

নববর্ষ উদযাপন

পহেলা বৈশাখে বড়দের পাশাপাশি শিশুরাও মেতে ওঠে আনন্দ উৎসবে।

হরতালের প্রতিবাদে পরীক্ষার্থীদের মানববন্ধন

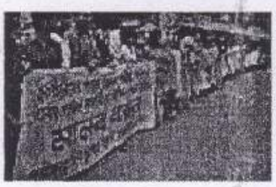

পরীক্ষার দিনে হরতাল না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মানববন্ধন করেছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীরা।

সেলিনা হোসেনের মুখোমুখি

নানজীবা ফাতেমা (১৩), ঢাকা

Published: 2014-01-27 16:49:35.0 BdST Updated: 2014-01-27 16:49:35.0 BdST

শিশুদের সঙ্গে মুখোমুখি হতে সম্প্রতি বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'আমার কথা' অনুষ্ঠানের সেটে আসেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। সেখানেই একান্তে হ্যালোর শিশু সাংবাদিকের সাথে কথা হয় তার।

হ্যালোঃ কবে থেকে লেখা শুরু করেছেন?

সেলিনা হোসেনঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলাম তখন শুরু করি।

হ্যালোঃ রোজ কতক্ষণ লেখেন?

সেলিনা হোসেনঃ প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমি নানান কাজে ব্যস্ত থাকি। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার শেষে রাতে আমি লেখালেখি করি।

হ্যালোঃ আপনার ছোট বেলা কেমন কেটেছে?

সেলিনা হোসেনঃ ছোট বেলায় অনেক দুষ্টুমি করতাম। পেয়ারা গাছ থেকে পেয়ারা চুরি করে খেতাম, দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করতাম খুব।

হ্যালোঃ আপনার ছোটবেলা ও সেই সময় আর আজকের সময়ের মধ্যে কি তফাৎ দেখেন?

সেলিনা হোসেনের মুখোমুখি

নানজীবা ফাতেমা (১৩), ঢাকা

Published: 2014-01-27 16:49:35.0 BdST Updated: 2014-01-27 16:49:35.0 BdST

শিশুদের সঙ্গে মুখোমুখি হতে সম্প্রতি বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'আমার কথা' অনুষ্ঠানের সেটে আসেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। সেখানেই একান্তে হ্যালোর শিশু সাংবাদিকের সাথে কথা হয় তার।

হ্যালোঃ কবে থেকে লেখা শুরু করেছেন?

সেলিনা হোসেনঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলাম তখন শুরু করি।

হ্যালোঃ রোজ কতক্ষণ লেখেন?

সেলিনা হোসেনঃ প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমি নানান কাজে ব্যস্ত থাকি। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার শেষে রাতে আমি লেখালেখি করি।

হ্যালোঃ আপনার ছোট্ট বেলা কেমন কেটেছে?

সেলিনা হোসেনঃ ছোট বেলায় অনেক দুষ্টুমি করতাম। পেয়ারা গাছ থেকে পেয়ারা চুরি করে খেতাম, দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করতাম খুব।

হ্যালোঃ আপনার ছোটবেলা ও সেই সময় আর আজকের সময়ের মধ্যে কি তফাৎ দেখেন?

সেলিনা হোসেনঃ আগের শিশু ও আজকের সময়ের শিশুদের মধ্যে কিছুটা হলেও জীবনব্যবস্থার পরিবর্তন এসেছে।

আজকের শিশুরা টেলিভিশন, ফেইসবুক, ইন্টারনেটে তাদের অবসর সময় কাটায়। ইচ্ছে হলেই চট করে বন্ধুদের সাথে ফোনে কথা বলে।

আমাদের সময়ে এত কিছু ছিল না। আমরা খেলাধুলা করেই বেশ মজা পেতাম।

হ্যালোঃ আপনার প্রথম লেখা গল্প কবে ছাপা হয়?

সেলিনা হোসেনঃ আমার মনে নেই যে প্রথম লেখা গল্প কবে ছাপা হয়েছিল।

হ্যালোঃ শিশুদের নিয়ে কি ধরণের গল্প লিখেছেন?

সেলিনা হোসেনঃ শিশুদের জন্য আমি বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছি। তার মধ্যে একটি হল ‘ফুলকলি একদিন প্রধানমন্ত্রী হবে’।

ফুলকলি হল গ্রামের ছোট এক কিশোরী। সে স্কুল পালিয়ে যখন খেলাধুলা শেষে বাড়ি যেত তখন গাছ, ইঁদুর ইত্যাদি ওর পথ আটকাতো। বোঝাতো, তার জায়গা এ মাঠে নয় বরং ওর এখন স্কুলে যাওয়া উচিত।

এভাবেই বড় হয়ে ফুলকলির মানুষের মত মানুষ হওয়ার কাহিনীর মধ্য দিয়েই এ গল্পটি শেষ হয়।

হ্যালোঃ আপনার পাওয়া কোন পুরস্কারটি আপনার বেশি প্রিয়?

সেলিনা হোসেনঃ আমার অর্জিত সব পুরস্কারই আমার জন্য মূল্যবান। তবে ১৯৮০ সালে পাওয়া বাংলা একাডেমী পুরস্কারটি আমার খুব প্রিয়।

হ্যালোঃ আপনার লেখা সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখা কোনটি?

সেলিনা হোসেনঃ আমার লেখা সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখা কোনটি, সেটা আমি আমার সোনামনিদের মুখ থেকেই শুনতে চাই।

এরপর যদি কখনও রাস্তায় বা কোন অনুষ্ঠানে বা অন্য কোথায়ও দেখা হয় তখন তোমার কাছেই জানতে চাইব যে, আমার কোন লেখাটি শিশুরা বেশি পছন্দ করে।

হ্যালোঃ আপনার লেখা কখনও নোবেল পুরস্কার পাবে কি?

সেলিনা হোসেনঃ আমার লেখা কখনও নোবেল পুরস্কার পাবে বলে একটি দরিদ্র দেশের লেখক হয়ে এমনটা আশা করি না।

১৯১৩ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পর সাহিত্যে আর কোনও বাঙালি কবি নোবেল পুরস্কার পাননি। আর নোবেল পুরস্কার মৃত্যুর পর তো দেওয়া হয় না। আমি আর কদিনইবা বাঁচবো?

হ্যালোঃ আপনি শিশুদের নিয়ে কোন কাজ করছেন কি?

সেলিনা হোসেনঃ আমি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক স্কুল খুলেছি। সেখানে একদিন এক বাচ্চাকে দেখে মনে হলো পুষ্টিহীন। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম যে সকালে সে কি খেয়েছে। ও বলল, ‘‘কিছু খাইনি।‘‘

তখন দুপুর ১টা বাজে। এখনও শিশুটি না খেয়ে আছে। পরদিন থেকে আমি ওদের টিফিন হিসেবে একটি করে ডিম সেদ্ধ দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। সেখানকার শিক্ষকরা তাদের হাতে প্রতিদিন একটি ডিম খেতে দেন।

হ্যালোঃ আমাদের সাথে কথা বলে আপনার কেমন লাগছে?

সেলিনা হোসেনঃ শিশুদের জন্য ও তাদের সাথে কাজ করতে আমার খুব ভাল লাগে।

তোমার মত মেধাবী শিশু সাংবাদিক এর সাথে কথা বলেও আমি খুব খুশি।

- See more at: http://hello.bdnews24.com/kothaykothay/article2757.bdnews#sthash.yazf3R2L.dpuf

bdnews24.com হ্যালো
একটা খবর জানাতে চাই ...

ঢাকায় শিশুসাংবাদিক নির্বাচন সম্পন্ন

By
Published: 2013-04-15 14:23:09.0 Updated: 2013-04-15 14:23:15.0

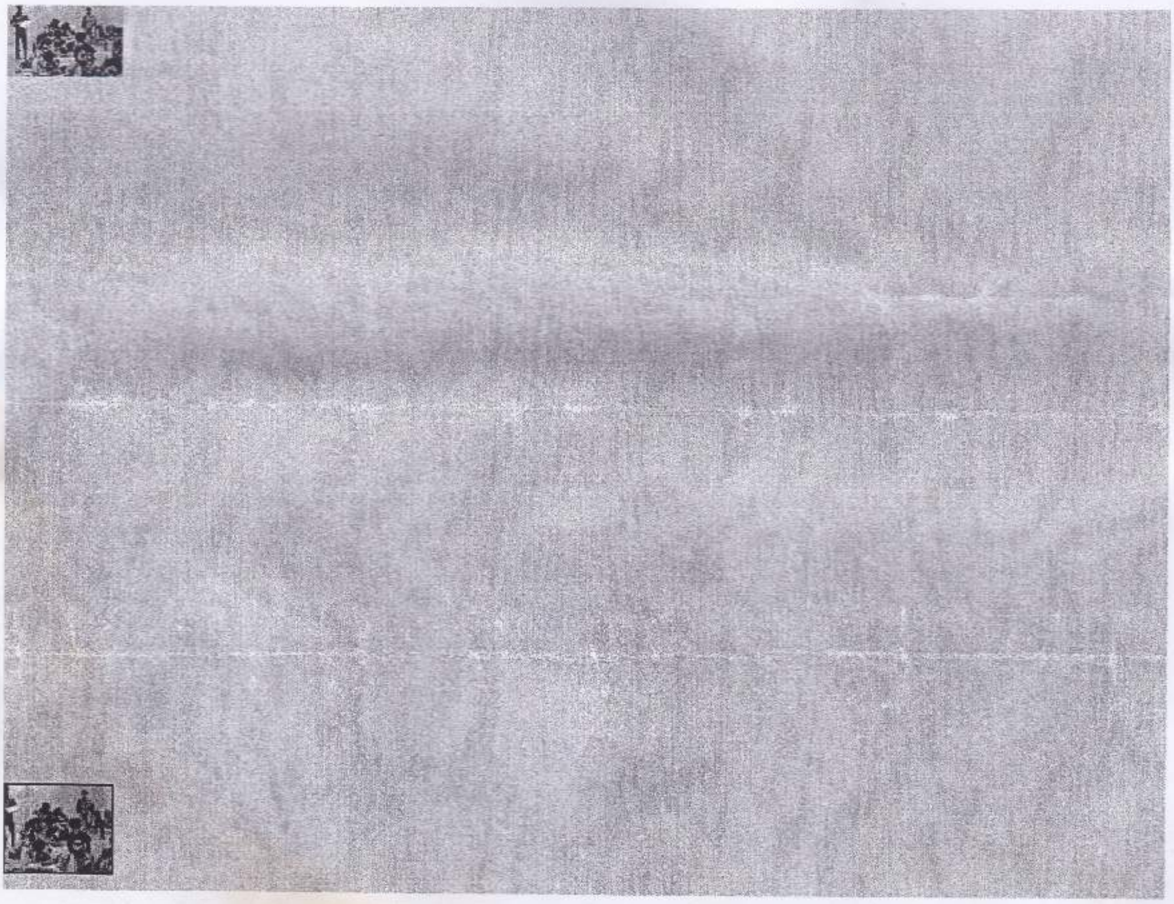

ঢাকা মহানগরে হ্যালোর সাংবাদিক হিসেবে ১৫ জন শিশুকিশোরকে নির্বাচন করা হয়েছে।

34
0
3
Print

সোমবার দুপুরে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের কার্যালয়ে তাদের মৌখিক পরীক্ষা হয়।

শুক্রবার শিশুসাংবাদিক হতে ইচ্ছুকদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩৫ জনকে মৌখিক পরীক্ষায় ডাকা হয়।

নির্বাচিতরা হল আদিবা ফারাত (১৫), রূপকথা রহমান (১১), নাফিসা ইসলাম তুলতুল (১০), নানজীবা ফাতেমা (১৩), আশিয়ানা নওশীন বিনতে মাহবুব (১৩), শেখ রেহনুমা শ্রাবনী (১৬), সারাহ্ তানজীম সাফা (১৬), সব্যসাচী কর্মকার (১৫), মিফতাহুল ইসলাম চৌধুরী (১৩), আনান আবরার ইসলাম (১১), এহসানুর রহমান (১২), রিদওয়ানুর রহমান (১৩), সামিন ইয়াসার প্রিয়ম (১৬), আরিফুল ইসলাম (১৫) ও জাহিদ ফয়সাল (১৬)।

আগামী ১৭ এপ্রিল বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের সম্মেলন কেন্দ্রে তাদের এক কর্মশালা হবে। সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে এ কর্মশালা।

কর্মশালা শেষে নির্বাচিত শিশুকিশোররা প্রতিবেদন তৈরিতে অংশ নেবে। এ সময় মাঠ পর্যায়ে তাদের সঙ্গী হবে ইউনিসেফের একটি প্রতিনিধি দল।

‘পথশিশুদের সঙ্গে খেলতে গিয়েই ...’: সাকিব

নানজীবা ফাতেমা (১৩)

Published: 2013-09-18 12:29:13.0 Updated: 2013-09-18 12:30:56.0

অলরাউন্ডার ক্রিকেটার সাকিব-আল-হাসান পথশিশুদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে অনুভব করেন তাদের অধিকার নিয়ে তারও আছে অনেক কিছু করার।

Print

ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নাম কুড়োনো বাংলাদেশের জনপ্রিয় এই ক্রিকেট তারকা কথা বলেন হ্যালো ডট বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের শিশুসাংবাদিক নানজীবা ফাতেমার সঙ্গে।

হ্যালোঃ ইউনিসেফের সঙ্গে কাজ করা শুরু কিভাবে ?

সাকিব: অনেক আগে থেকেই আমার শিশুদের নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা ছিল। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন সময়ে শিশুদের নিয়ে কাজ করার জন্য ইউনিসেফ থেকে আমাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। এত তাড়াতাড়ি এমন সুযোগ আসায় আমি খুশি হয়ে কাজ করতে রাজি হলাম। ভবিষ্যতেও আমার এসব কাজের সাথে যুক্ত থাকার ইচ্ছা রয়েছে ।

হ্যালোঃ ইউনিসেফের সাথে কাজ করার অনুভূতি কেমন ?

সাকিব: আমি খুবই খুশি যে , এ রকম একটা সংস্থার সাথে কাজ করতে পারছি । আশা করি সব কাজেই যেভাবে সম্ভব সাহায্য করব ।

হ্যালোঃ শিশুদের অবস্থার উন্নতির পেছনে গণমাধ্যম কতটুকু সাহায্য করতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?

সাকিব: গণমাধ্যমের এ বিষয়ে অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে বলে আমি মনে করি । অনেকগুলো ক্ষেত্র রয়েছে ১টি কে মূল্যায়ন করলে ভূল হবে । বিশেষ করে যাদের পুষ্টির অভাব, স্বাস্থ সম্পর্কে অসচেতন , শিক্ষার অভাব কিংবা কাপড়ের

সাকিব: গণমাধ্যমের এ বিষয়ে অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে বলে আমি মনে করি । অনেকগুলো ক্ষেত্র রয়েছে ১টি কে মূল্যায়ন করলে ভুল হবে । বিশেষ করে যাদের পুষ্টির অভাব, স্বাস্থ সম্পর্কে অসচেতন , শিক্ষার অভাব কিংবা কাপড়ের অভাব যে কোন ক্ষেত্রে এদের সাহায্য করতে হবে । এড়াই হয়তো খেলোয়াড় হবে , সাংবাদিক হবে ।

হ্যালোঃ শিশুদের নিয়ে ভবিষ্যৎতে কী ধরণের কাজের পরিকল্পনা রয়েছে?

সাকিব: এখন চেষ্টা করব আমাকে যেভাবে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেভাবেই কাজ করার । এছাড়াও আমি ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য করতে পারলে করব ।

হ্যালোঃ শিশুদের নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী হওয়ার করার কারন কী ?

সাকিব: শিশুদের নিয়ে কাজ করার পিছনে অনেকগুলো কারন রয়েছে । এর একটি হল- ২০০৫ সালে জাতীয় দলে খেলাকালীন সময়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটির মাঠে কিছু পথ শিশুদের সাথে প্রীতি ম্যাচ খেলেছিলাম। তখন তাদের সাথে কথা বলে মনে হল , যদি কখনও সুযোগ ও সামর্থ্য হয় তবে অবশ্যই চেষ্টা করব এদের জন্য কিছু করার ।

মঙ্গলবার রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'লঞ্চ অব ইউনিসেফ ন্যাশনাল গুইডউইল অ্যাম্বাসেডর' অনুষ্ঠানে ইউনিসেফের তিন শুভেচ্ছা দূতকে পরিচয় করিয়ে দেন ইউনিসেফের বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি প্যাস্কেল ভিলেন্যুভ।

চঞ্চলতায় কেটেছে আমার বেলা

নানজীবা ফাতেমা (১৪), ঢাকা

Published: 2014-02-13 12:31:25.0 BdST Updated: 2014-02-13 12:35:08.0 BdST

- See more at: http://hello.bdnews24.com/amarkotha/article2901.bdnews#sthash.Lu

গ্রামের দুরন্ত চঞ্চল কিশোরীর মুক্ত জীবন না পেলেও আমার শৈশবও বেশ আনন্দের। ছোট বেলা থেকেই স্বভাবে আমি কিছুটা চঞ্চল

চার বছর বয়সে আমি বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণিতে ভর্তি হই। স্কুলে প্রথম দিন গিয়েছিলাম আমি মায়ের সাথে। সেদিন থেকেই এখনও মায়ের হাত ধরেই চলছে আমার পথ চলা।

খুব ছোট থেকেই আমি ছবি আঁকতে, আবৃত্তি করতে, কবিতা ও গল্প লিখতে শুরু করি। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় আমি ভর্তি হলাম শিশুদের সৃজনশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'কচি কাঁচার মেলা'- য়। সেখানেই আমার ছবি আঁকা ও আবৃত্তি শেখা।

২০০৭ সালে যখন আমি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি তখন পেলাম 'জয়নুল-কামরুল ইন্টারন্যাশনাল চিল্ড্রেন পেইন্টিং কম্পিটিশান' -এর পুরস্কার।

তারপর থেকেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছি, পেয়েছি ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট, মেডেল ও অন্যান্য পুরস্কার। পড়াশোনার পাশাপাশি বিটিভিসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান করেছি।

চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত তেমন চাপ না থাকলেও পঞ্চম শ্রেণি থেকে পড়াশুনার চাপ বাড়তে থাকে। প্রাথমিক সমাপনীর প্রথম ব্যাচ হিসেবে পরীক্ষা দেই আমি। প্রথম বারের মতো বোর্ড পরীক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল খুবই মজার। প্রথম বিভাগে পাস করি। তখনও গ্রেড পদ্ধতি শুরু হয়নি।

আমার জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা হল অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময়। সে বছর আমি ছিলাম টাঙ্গাইলের মির্জাপুর 'ভারতেশ্বরী হোমস'-এ। সেখানকার হোস্টেলে থাকা, শরীর চর্চা ও আত্মনির্ভরশীল হবার পাঠ শেখার মুহূর্তগুলো ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। জেএসসি পরীক্ষার ব্যস্ততা থাকলেও সে সময়গুলো ছিল সত্যিই আনন্দের।

আমার জীবনের অতুলনীয় সময় এল ছিল নবম শ্রেণিতে পড়ার বছর। এ বছর আমি শিশু সাংবাদিক হিসেবে একটি অন লাইন সংবাদ মাধ্যমে শিশু সাংবাদিক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাই।

ছোট বেলা থেকেই আমার বিভিন্ন শখের একটি হলো সাংবাদিকতা। সাধারণত দুঃখী শিশুদের সাথে মিশে তাদের জীবন সম্পর্কে জানা, দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কাছাকাছি আসা এবং তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ পাওয়াসহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা লিখে প্রকাশ করার মত নয়।

শিশু সাংবাদিক হওয়ার ফলেই এ বছর আমি 'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট' আয়োজিত বিভিন্ন টিভি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পেরেছি।

এ ছাড়াও 'চিল্ড্রেন টেলিভিশন ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ'- এর একজন প্রতিনিধি হয়ে খুদে পরিচালক হিসেবে তৈরি করেছি স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'কেয়ারলেস'□

আমার সব কাজেই সবচেয়ে বেশি অবদান আমার মায়ের। কর্মজীবী হয়েও আমার প্রতিটি কাজে তিনি অনুপ্রেরণা দেন। আমার বাবা ও আমার পরিবারের সবাই আমাকে সব বিষয়ে সাহায্য করে□

- See more at:
http://hello.bdnews24.com/amarkotha/article2901.bdnews#sthash.LuwEt1VR.dpuf

'প্রয়োজন ও বিলাসিতার পার্থক্য' : একটি প্রামাণ্যচিত্র

হ্যালো ডেস্ক

Published: 23 October 2015 02:17 PM BdST Updated: 24 October 2015 11:19 AM BdST

পথশিশুদের জীবন নিয়ে তৈরি 'সাদাকালো' নামের একটি প্রামাণ্যচিত্রের জন্য মীনা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে হ্যালো বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের শিশু সাংবাদিক নানজীবা ফাতেমা।

প্রামাণ্যচিত্রটি নিয়ে হ্যালোর সঙ্গে কথা হয় ওর। জানিয়েছে এটি তৈরির পেছনের গল্প।

হ্যালোঃ প্রামাণ্যচিত্র তৈরির কথা ভাবলে কেন?

নানজীবাঃ 'হ্যালো'র সংবাদ সংগ্রহ করতে বনশ্রী ভূঁইয়া পাড়া গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম একটি শিশু একা একা মার্বেল খেলছিল। কোনো দিকে খেয়াল নেই তার। ব্যাগ থেকে চকলেট দিয়ে ওর সাথে ভাব করার চেষ্টা করলাম।

কথা বলে জানলাম ওর নাম আল-আমিন। পরিবার নিয়ে কথা উঠলে ও জানাল, তার বাবাকে সে চেনে না। জানেও না কে ওর বাবা।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ওর কথা শুনে। আমি বাবার পরিচয়হীন শিশুদের কথা শুনেছি, কখনো দেখিনি। ও রাজমিস্ত্রীর সহকারীর কাজ করে। ওর স্বপ্ন, নিজের জন্য একটা বড় দালান বানাবে।

তখন আমার মনে হল, শুধু এদের কথা ছাপাব না। তৈরি করব কিছু। যাতে এই অবহেলিত শিশুরা মানুষের চোখে পড়ে। তখনই ঠিক করলাম, এদের নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র বানাব।

হ্যালোঃ প্রামাণ্যচিত্রের বিষয় কী ছিল?

নানজীবাঃ বিষয় ছিল 'প্রয়োজন ও বিলাসিতার পার্থক্য'। এর নাম দিই 'সাদাকালো'। সাদা দিয়ে এক সচ্ছল পরিবারের শিশুদের জীবন আর কালো দিয়ে একই বয়সী বঞ্চিত পথশিশুদের জীবন বোঝানোর চেষ্টা করেছি।

প্রামাণ্য চিত্রটিতে সচ্ছল পরিবারের শিশু রাফির বর্ণিল জীবন আর বস্তির আল-আমিনের কষ্টের জীবন তুলে ধরেছি।

হ্যালোঃ কীভাবে কাজ শুরু করলে?

নানজীবাঃ যেদিন প্রথম আল-আমিনের সঙ্গে কথা বলি সেদিন রাতে বাসায় ফিরেই এই প্রামাণ্যচিত্রের স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলি। সারারাত খেটে লিখে ফেললাম স্ক্রিপ্ট।

ঝড়ের বেগে চিন্তা করেছি আর লিখেছি। সে রাতেই প্রি-প্রোডাকশন করে ফেললাম নিজে নিজে। কি কি লাগবে, কজন চরিত্র লাগবে, শর্ট ডিভিশন সব কিছু এক রাতেই ঠিক করলাম।

শ্যুটিং স্পটও মনে মনে ঠিক করে ফেললাম। পরের দিন সকাল সকাল স্পটে চলে গেলাম। আল-আমিনকে খুঁজে ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথাও বললাম। ও রাজি হয়ে গেল।

যেহেতু এটা প্রামাণ্যচিত্র তাই আমি চেয়েছি ওর চরিত্রে ও নিজেই অভিনয় করুক।

এরপর দুই তিন দিনের বাকি প্রস্তুতি শেষ করলাম। যন্ত্রপাতি জোগাড় করতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে আমাকে। জীবনে প্রথম নির্দেশনা দিচ্ছি। ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণের জন্য সঙ্গে অবশ্য একজন ছিলেন। ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর ছিল।

এর আগে আমি একটি শর্ট ফিল্মের কাজ করেছি। তবে সেখানে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ লোক ছিলেন। তবে একলা বলে একটুও ভয় পাইনি। সাহস নিয়ে কাজটি শেষ করেছি।

মীনা অ্যাওয়ার্ড জিতলেন নানজীবা

মেজবা উদ্দিন পলাশ, কচিকাঁচা প্রতিনিধি, বাংলামেইল২৪ডটকম

কচিকাঁচা: সাফল্যই যার প্রথম প্রত্যাশা। তার কাছে কাছে তো সাফল্য ধরা দিবেই। তাই অনেক সাফলের তালিকায় যুক্ত হল 'মীনা অ্যাওয়ার্ড' নামে আরো এক সাফল্য।

টেলিভিশন সৃজনশীল প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ কাজে তৃতীয় স্থান লাভ করেন সাংবাদিক বন্ধু নানজীবা খান।

ইউনিসেফের আয়োজনের মাধ্যমে শিশুদের নিয়ে বা শিশুদের জন্য নির্মিত বিনোদনমূলক, সংবাদভিত্তিক ও জীবনধর্মী প্রকাশনা অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি ও পুরস্কার দিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবছরও পুরস্কার দেয়ার জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রতিবেদন, লেখা ও অনুষ্ঠান

আহ্বান করেছিলেন ইউনিসেফ কর্তৃপক্ষ। নানজীবা খান ইউনিসেফ কর্তৃপক্ষের দেয়া প্রতিবেদন, লেখা ও অনুষ্ঠান আহ্বান বিজ্ঞপ্তি দেখে প্রামাণ্যচিত্র জমা দেন। আর তাতেই জিতে নেন পুরস্কার।

নানজীবা খান ছোটবেলা থেকে তিনি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। পত্রিকায় লেখালেখি, ছবি আঁকা, আবৃত্তি, উপস্থাপনা, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ, পরিচালনা ও সাংবাদিকতায় বেশ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন নানজীবা খান।

মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইউনিসেফের 'মীনা অ্যাওয়ার্ড ২০১৪' অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, ইউনিসেফের শুভেচ্ছা দূত জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ ও অভিনেত্রী আরিফা জামান মৌসুমী, বাংলাদেশে ইউনিসেফের সহকারী প্রধান লুইস ভনো উপস্থিত ছিলেন।

রবিবার, ১১-অক্টোবর-২০১৫ ১২:৪৪ অপরাহ্ন

বিএনসিসির প্রশিক্ষণেও সফল সাংবাদিক নানজীবা

ডেস্ক নিউজ, বাংলামেইল২৪ডটকম

ঢাকা: সব্যসাচী শিশু সাংবাদিক নানজীবা খানের সাফল্যে আরেকটি পালক যুক্ত হল। ছোট বেলা থেকে তিনি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ছবি আঁকা, আবৃত্তি, উপস্থাপনা, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও পরিচালনা এবং শিশু সাংবাদিকতায় বেশ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এবার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পরিচালনায় 'রিজার্ভ ফোর্স' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের (বিএনসিসি) প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে সেরা বিতার্কিক পুরস্কার লাভ করেছেন।

১ থেকে ৮ অক্টোবর সাভারের বাইপাইলে বিএনসিসির ৫টি রেজিমেন্টের মধ্যে রমনা রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন ট্রেনিং এক্সারসাইস অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিএনসিসির এসব প্রশিক্ষণে সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মাদক বিরোধী সচেতনতা, প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

রমনা রেজিমেন্টের এই প্রশিক্ষণে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, মাইলস্টোন কলেজ, শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ক্যাম্ব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা ক্যান্টনম্যান্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮১ জন ক্যাডেট (শিক্ষার্থী) অংশ নেয়।

নানজীবা বলেন, বিএনসিসির এ কয়েকদিনের প্রশিক্ষণে আমি যা কিছু শিখেছি তা জীবনে চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে। বেশ রোমাঞ্চকর একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। বিশেষ করে সিনিয়র-জুনিয়র ক্যাডেটদের সঙ্গে বাড়ির বাইরে এতদিন থাকা, স্টাফজী (প্রশিক্ষক) এবং স্যারদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো কখনো ভোলার নয়।

তিনি আরো বলেন, 'বিএনসিসি থেকে বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ হয়। তার মধ্যে ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে বছরে দু'বার প্রশিক্ষণ, রেজিমেন্ট পর্যায়ে বার্ষিক প্রশিক্ষণ, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ছাড়াও শীতকালীন যৌথ প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। এছাড়া ভারত, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কার ক্যাডেটদের সঙ্গে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর অনুষ্ঠিত হয়। আমার সবগুলোতেই অংশ নেয়ার ইচ্ছা আছে।'

BNCC EVENING
RAMNA REGIMENT
3. BATTA

রোববার, ১৫ নভেম্বর ২০১৫

- See more at: http://www.sahos24.com/2015/11/14/42161#1uhx6vm2.33014.fa
পুরস্কারের অর্থ পথশিশুদের হাতে তুলে দিলেন নানজীবা

পুরস্কারের অর্থ পথশিশুদের হাতে তুলে দিলেন নানজীবা

মেজবা উদ্দিন পলাশ

প্রিন্টঅঅ-অ+

ইউনিসেফ কর্তৃক প্রদত্ত মিনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০১৫' সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের উৎসর্গ করে প্রাপ্ত অর্থের অংশ তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন সাংবাদিক নানজীবা খান।

শুক্রবার রাজধানীর তেজগাঁওস্থ বেগুনবাড়ি এলাকায় পথশিশুদের নিবাস শিশু স্বর্গে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পথশিশুদের জন্য অর্থসহায়তা করেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, শিশু স্বগের পরিচালনা পরিষদের সদস্য এস এম জামিল, সরোয়ার হোসেন, ওমর ফারুক ফারহান প্রমূখ।

শিশু স্বর্গের প্রতিষ্ঠাতা কবির হোসেন শুভ বলেন, আমরা ৪/৫ জন বন্ধুরা মিলে দু'বছর ধরে ১৩৫ জন পথশিশুকে থাওয়া খরচ, লেখাপড়া-সহ তাদের ২৪ ঘন্টা দেখা শুনা করছি।

আমাদের এই অলাভজনক কাজে নানজীবার এই অর্থসামগ্রী খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা আমাদের সামনে অগ্রসর হতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে।

নানজীবা খানের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, আমি শিশুদের নিয়ে কাজ করছি। শুধুই শিশুদের জন্য সাংবাদিকতা শিখিনি, শিখেছি শিশুদের ভাগ্য উন্নয়নে নিজেকে সর্বদা বিলিয়ে দিতে।

শিশুদের জন্যই আমার এই অ্যাওয়ার্ড, তাই এর অংশীদার অবশ্যই শিশুরা। সে মনোভাব থেকেই তাদের পাশে আজ দাঁড়াতে পেরেছি।

উল্লেখ্য, নানজীবা খান শিশুদের নিয়ে শর্টফিল্ম তৈরি করে ইউনিসেফ কর্তৃক মিনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ও নগদ অর্থ পুরষ্কার অর্জন করেন।

- See more at: http://www.sahos24.com/2015/11/14/42161#1uhx6vm2.33014.fa

সাংবাদিক নানজীবা খানের অ্যাওয়ার্ডের টাকার অংশ পথশিশুদের

November 13, 2015

মেজবা উদ্দিন পলাশ ।।

পথশিশুদের সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দিলেন সাংবাদিক নানজীবা খান। শুক্রবার রাজধানীর তেজগাঁওস্থ বেগুনবাড়ি এলাকায় পথশিশুদের নিবাস শিশু স্বর্গে এ অর্থসামগ্রী হাত-বদল করেন তিনি । ২০১৫ ইউনিসেফ কর্তৃক প্রাপ্ত মিনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডের অর্থসামগ্রী সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের উত্স্বর্গ করে টাকার অংশ তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, শিশু স্বগের পরিচালনা পরিষদের সদস্য এস এম জামিল, সরোয়ার হোসেন, ওমর ফারুক ফারহান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শিশু স্বগের প্রতিষ্ঠাতা কবির হোসেন শুভ বলেন, আমরা ৪/৫ জন বন্ধুরা মিলে দু'বছর ধরে ১৩৫ জন পথশিশুকে থাওয়া থরচ,লেথাপড়া সহ তাদের ২৪ ঘন্টা দেখা শুনা করছি। আমাদের এই অলাভজনক কাজে নানজিবার এই অর্থসামগ্রী থুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা আমাদের সামনে অগ্রসর হতে ব্যাপক ভাবে সাহায্য করবে ।

নানজীবা থানের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, আমি শিশুদের নিয়ে কাজ করছি। শুধুই শিশুদের জন্য সাংবাদিকতা শিথিনি, শিথেছি শিশুদের ভাগ্য উন্নয়নে নিজেকে সর্বদা বিলিয়ে দিতে। শিশুদের পুজি করে আমার এই অ্যাওয়ার্ড, তাই এর অংশীদার অবশ্যই শিশুরা। সে মনোভাব থেকেই তাদের পাশে আজ দাঁড়াতে পেরেছি।

উলেথ্য, নানজীবা থান শিশুদের নিয়ে শর্টফিল্ম বানিয়ে গত মাসে ইউনিসেফ কর্তৃক মিনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ও নগদ অর্থ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

সত্য প্রকাশে নির্ভীক
BMTi NEWS

অ্যাওয়ার্ডের টাকার অংশ পথশিশুদের হাতে

শনিবার, ১৪ নভেম্বর, ২০১৫, ০৮:২২:১৬

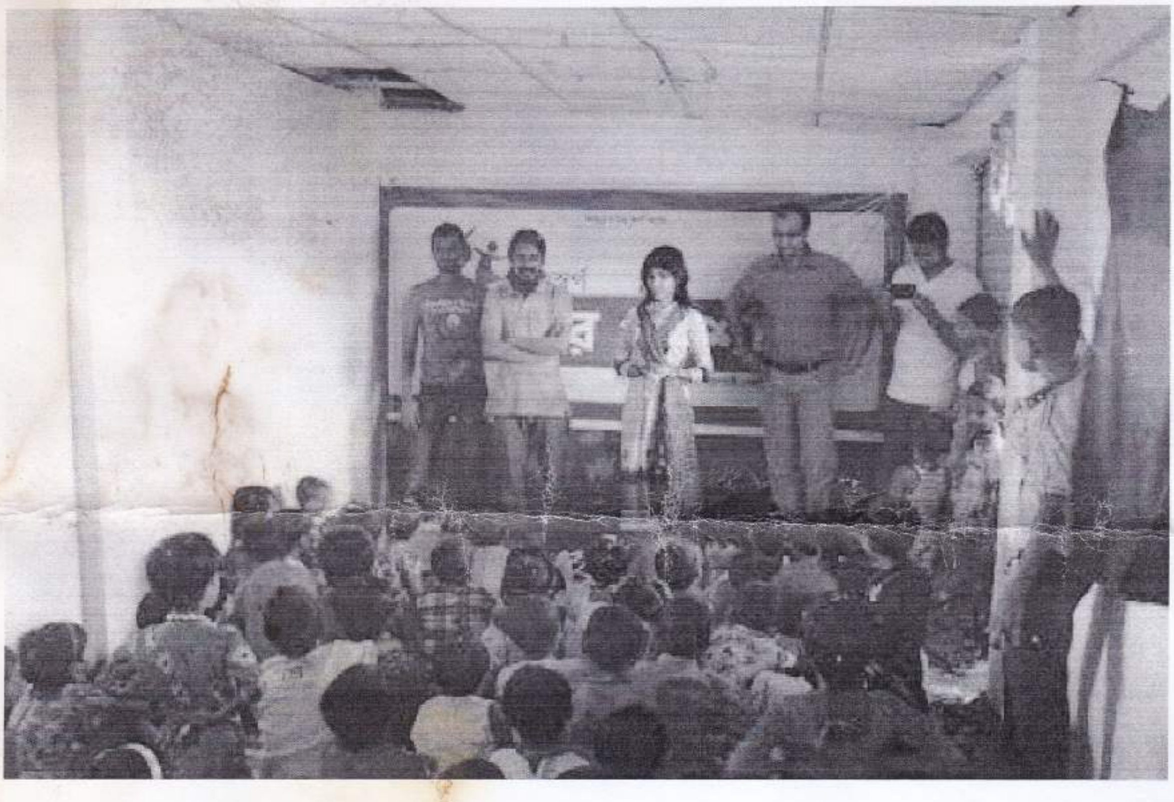

হ্যালোর শিশু সাংবাদিক নানজীবা খান ইউনিসেফ কর্তৃক প্রাপ্ত মিনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের উৎস্বর্গ করে টাকার অংশ তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন । রাজধানীর তেজগাঁওস্থ বেগুনবাড়ি এলাকায় পথ শিশুদের নিবাস " শিশু স্বর্গে "এ অর্থসামগ্রী হাত- বদল করেন তিনি ।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, "শিশু স্বর্গের" পরিচালনা পরিষদের সদস্য এস এম জামিল, সরোয়ার হোসেন, ওমর ফারুক ফারহান সহ অনেকে ।

শিশু স্বর্গের প্রতিষ্ঠাতা কবির হোসেন শুভ বলেন, আমরা ৪/৫ জন বন্ধু দু'বছর ধরে ১৩৫ জন পথ শিশু কে খাওয়া- দাওয়া, লেখাপড়া সহ তাদের ২৪ ঘন্টা দেখা শুনা করছি । আমাদের এই অলাভজনক কাজে নানজিবার এই অর্থসামগ্রী খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা আমাদের সামনে অগ্রসর হতে ব্যাপক ভাবে সাহায্য করবে ।

এ বিষয়ে নানজীবা খান বলেন, আমি হ্যালোতে শিশুদের নিয়ে কাজ করেছি । এখানে শুধুই শিশুদের জন্য সাংবাদিকতা শিখি নি, শিখেছি শিশুদের ভাগ্য উন্নয়নে নিজেকে সর্বদা বিলিয়ে দিতে । শিশুদের পুজি করে আমার এই অ্যাওয়ার্ড, তাই এর অংশীদার অবশ্যই শিশুরা । সে মনোভাব থেকেই তাদের দেওয়া ।

উল্লেখ্য, নানজীবা খান শিশুদের নিয়ে শর্টফিল্ম বানিয়ে গতমাসে ইউনিসেফ কর্তৃক মিনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ও নগদ অর্থ পুরস্কার গ্রহণ করেন ।

সেলিনা হোসেনের মুখোমুখি

নানজীবা ফাতেমা (১৩), ঢাকা

Published: 2014-01-27 16:49:35.0 BdST Updated: 2014-01-27 16:49:35.0 BdST

শিশুদের সঙ্গে মুখোমুখি হতে সম্প্রতি বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'আমার কথা' অনুষ্ঠানের সেটে আসেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। সেখানেই একান্তে হ্যালোর শিশু সাংবাদিকের সাথে কথা হয় তার।

হ্যালোঃ কবে থেকে লেখা শুরু করেছেন?

সেলিনা হোসেনঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলাম তখন শুরু করি।

হ্যালোঃ রোজ কতক্ষণ লেখেন?

সেলিনা হোসেনঃ প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমি নানান কাজে ব্যস্ত থাকি। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার শেষে রাতে আমি লেখালেখি করি।

হ্যালোঃ আপনার ছোট বেলা কেমন কেটেছে?

সেলিনা হোসেনঃ ছোট বেলায় অনেক দুষ্টুমি করতাম। পেয়ারা গাছ থেকে পেয়ারা চুরি করে খেতাম, দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করতাম খুব।

হ্যালোঃ আপনার ছোটবেলা ও সেই সময় আর আজকের সময়ের মধ্যে কি তফাৎ দেখেন?

সেলিনা হোসেনঃ আগের শিশু ও আজকের সময়ের শিশুদের মধ্যে কিছুটা হলেও জীবনব্যবস্থার পরিবর্তন এসেছে।

আজকের শিশুরা টেলিভিশন, ফেইসবুক, ইন্টারনেটে তাদের অবসর সময় কাটায়। ইচ্ছে হলেই চট করে বন্ধুদের সাথে ফোনে কথা বলে।

আমাদের সময়ে এত কিছু ছিল না। আমরা খেলাধুলা করেই বেশ মজা পেতাম।

হ্যালোঃ আপনার প্রথম লেখা গল্প কবে ছাপা হয়?

সেলিনা হোসেনঃ আমার মনে নেই যে প্রথম লেখা গল্প কবে ছাপা হয়েছিল।

হ্যালোঃ শিশুদের নিয়ে কি ধরণের গল্প লিখেছেন?

সেলিনা হোসেনঃ শিশুদের জন্য আমি বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছি। তার মধ্যে একটি হল 'ফুলকলি একদিন প্রধানমন্ত্রী হবে'।

ফুলকলি হল গ্রামের ছোট এক কিশোরী। সে স্কুল পালিয়ে যখন খেলাধুলা শেষে বাড়ি যেত তখন গাছ, ইঁদুর ইত্যাদি ওর পথ আটকাতো। বোঝাতো, তার জায়গা এ মাঠে নয় বরং ওর এখন স্কুলে যাওয়া উচিত।

এভাবেই বড় হয়ে ফুলকলির মানুষের মত মানুষ হওয়ার কাহিনীর মধ্য দিয়েই এ গল্পটি শেষ হয়।

হ্যালোঃ আপনার পাওয়া কোন পুরস্কারটি আপনার বেশি প্রিয়?

সেলিনা হোসেনঃ আমার অর্জিত সব পুরস্কারই আমার জন্য মূল্যবান। তবে ১৯৮০ সালে পাওয়া বাংলা একাডেমী পুরস্কারটি আমার খুব প্রিয়।

হ্যালোঃ আপনার লেখা সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখা কোনটি?

সেলিনা হোসেনঃ আমার লেখা সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখা কোনটি, সেটা আমি আমার সোনামনিদের মুখ থেকেই শুনতে চাই।

এরপর যদি কখনও রাস্তায় বা কোন অনুষ্ঠানে বা অন্য কোথায়ও দেখা হয় তখন তোমার কাছেই জানতে চাইব যে, আমার কোন লেখাটি শিশুরা বেশি পছন্দ করে।

হ্যালোঃ আপনার লেখা কখনও নোবেল পুরস্কার পাবে কি?

সেলিনা হোসেনঃ আমার লেখা কখনও নোবেল পুরস্কার পাবে বলে একটি দরিদ্র দেশের লেখক হয়ে এমনটা আশা করি না।

১৯১৩ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পর সাহিত্যে আর কোনও বাঙালি কবি নোবেল পুরস্কার পাননি। আর নোবেল পুরস্কার মৃত্যুর পর তো দেওয়া হয় না। আমি আর কদিনইবা বাঁচবো?

হ্যালোঃ আপনি শিশুদের নিয়ে কোন কাজ করছেন কি?

সেলিনা হোসেনঃ আমি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক স্কুল খুলেছি। সেখানে একদিন এক বাচ্চাকে দেখে মনে হলো পুষ্টিহীন। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম যে সকালে সে কি খেয়েছে। ও বলল, "কিছু খাইনি।"

তখন দুপুর ১টা বাজে। এখনও শিশুটি না খেয়ে আছে। পরদিন থেকে আমি ওদের টিফিন হিসেবে একটি করে ডিম সেদ্ধ দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। সেখানকার শিক্ষকরা তাদের হাতে প্রতিদিন একটি ডিম খেতে দেন।

হ্যালোঃ আমাদের সাথে কথা বলে আপনার কেমন লাগছে?

সেলিনা হোসেনঃ শিশুদের জন্য ও তাদের সাথে কাজ করতে আমার খুব ভাল লাগে।

তোমার মত মেধাবী শিশু সাংবাদিক এর সাথে কথা বলেও আমি খুব খুশি।

- See more at: http://hello.bdnews24.com/kothaykothay/article2757.bdnews#sthash.yazf3R2L.dpuf

কাচকাচা

মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল ২০১৫ ১৫:৪৯

একজন আলামিনের গল্প

কচিকাঁচা ডেস্ক, বাংলামেইল২৪ডটকম

[জনপ্রিয় অনলাইন পত্রিকা বাংলামেইল২৪ডটকম পত্রিকার কচিকাঁচা বিভাগের জন্য পথশিশুর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আমাদের অতিথি সাংবাদিক নানজীবা খান]

পরীক্ষার আগে তো ভেবেছিলাম পরীক্ষার পর আবারও রিপোর্ট করব। এখনতো শেষ, তাই ঘরে বসে থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না। তাই সোজা চলে গেলাম লালবাগে। সেখানে যাবার কারণ হলো মহাখালী, মোহাম্মদপুর, রামপুরা, তেজগাঁও, বনানী এ এরিয়াগুলোতে আমার পদচারণা অনেক আগেই শেষ। তাই ভাবলাম এবার একটু অপরিচিত জায়গায় যাব। যেমন কথা তেমন কাজ। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হলেও আমার কাজ শেষ হয়নি। কাজের থেকে কাজের লিস্ট বেশি। প্রতিদিনই কোনো না কোনো কাজ থেকেই যায়। তাই সকাল সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত একটা কাজ শেষ করে সকাল এগারটার দিকেই বেরিয়ে পড়লাম।

জায়গা অপরিচিত হলেও শিশুরা সব সময়ই আপন। পথে বেশ কয়েকজন শিশুর সঙ্গে দেখা হলো, কথা হলো, গল্প হলো। কিন্তু একজন শিশুর দিকে তাকিয়ে আমার দৃষ্টি যেন স্থির হয়ে গেল। অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। দূর থেকে লক্ষ্য করছিলাম তার আচরণ ও কাজ। দুইটা ময়লা-আবর্জনা ভর্তি ডাস্টবিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও তার কোটি টাকার হাসি আমাকে তার দিকে আকৃষ্ট করে। কাছে গিয়ে কথা বললাম তার সাথে। প্রথম দিকে সে আমার সঙ্গে সেভাবে কথা বলছিল না, কিন্তু কীভাবে শিশুদের কাছে টেনে নিতে হয় সেটাতো আমি জানি। সে যখন আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে কিছুটা অস্বস্তিবোধ করছিল তখন আমার নিজেকে কিছুটা অনভিজ্ঞ ও অসহায় মনে হচ্ছিল। তখন আমি একটা কথাই মনে মনে ভাবছিলাম যে আমি ওর সঙ্গে কথা না বলতে পারি, আপন করে নিতে না পারি তবে পৃথিবীর কোন মানুষের সাধ্য হবে না ওর জীবনের গল্প শোনার। তাই তার সাক্ষাৎকার নেবার আগে আমি তার সামনে নিজেকে তার আপন বোনের মতো উপস্থাপন করলাম ও তাকে আমার আপন ভাইয়ের মতো কাছে টেনে নিলাম।

তার নাম মো. আলামিন (১২)। তার বাসা চর এলাকায়। ছোটবেলা থেকেই আলামিন কিছুটা শান্ত প্রকৃতির, কথাও খুব বেশি বলে না সে। তার মা চায়ের দোকানে চা বানায়, বাবার মুখ সে দেখেনি। শুধু জানে তার বাবার নাম তোফাজ্জল মিয়া। মায়ের মুখে শুনেছে যে তার বাবা ওর জন্মের আগেই তার মাকে ছেড়ে চলে যায়। তার বাবা কোথায় আছে সে জানে না। বাবার কথা মনে হলে তার একটুও মন খারাপ হয় না। কারণ সেতো জানেই না বাবা কেমন হয়। সে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু প্রথম শেণীতে পড়ার পর তার পড়াশুনায় আর মন বসে নাই।

আলামিন বলে, 'আমি পড়বার চাই, কিন্তু স্কুলে যাইতে ভালো লাগে না।' ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির ওপর কিছুটা রাগ হচ্ছিল। কারণ আলামিনের মতো অনেক শিশুই পড়াশুনা করতে চায় কিন্তু স্কুলে যেতে চায় না। আমরা স্কুল তৈরির পেছনে যে অর্থ ব্যয় করি সে অর্থ যদি শিশুদের পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির কোনো মহৎ উদ্যোগের পেছনে ব্যায় করতাম তা হলে আলামিনরা হয়তো আজ একথা বলতো না। যাই হোক, এখন আসি আলামিনের কথায়।

আলামিনের বড় এক ভাই আছে। সে কারখানায় কাজ করতো। এখন পটকা বানানোর কাজ করে। তার ভাইয়ের বয়স মাত্র পনের (১৫) বছর। আলামিন তিন বছর আগে থেকেই ময়লা আনা-নেয়ার কাজ করে। প্রতিদিন সকাল

আলামিনের বড় এক ভাই আছে। সে কারখানায় কাজ করতো। এখন পটকা বানানোর কাজ করে। তার ভাইয়ের বয়স মাত্র পনের (১৫) বছর। আলামিন তিন বছর আগে থেকেই ময়লা আনা-নেয়ার কাজ করে। প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত সে বিভিন্ন বাসা থেকে ময়লা সংগ্রহ করে, সর্বশেষ ডাস্টবিনে ফেলে। তখন দুপুর দুইটা বেজেছিল। কিন্তু আলামিন তখনও সকালের খাবার খায়নি। সকালে তার নাকি খেতে ইচ্ছেই করে না। তাই প্রায়ই মায়ের কথা না শুনে না খেয়েই ঘর থেকে কাজে চলে যায়। এই কাজ করে সে মাসে তিন হাজার টাকা পায়।

তার সাক্ষাৎকার নেবার সময় আমি একটা ব্যতিক্রম ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। ব্যতিক্রম বলছি এ কারণে যে আমি এর আগে বেশ কয়েকজন শ্রমজীবী শিশুর সাক্ষাৎকার নিয়েছি কিন্তু এতো বড় অঙ্কের বেতনের কাউকেই পাইনি। যাই হোক, সে সকালে খায় বটে কিন্তু যদি খায় তবে ভাতের সঙ্গে ডাল, আলু ভর্তা, মরিচ ভর্তা ও পিঁয়াজ ভাজা সকালের খাবার হিসেবে খেতে বেশ ভালবাসে। গরমের দিনে তার অনেক কষ্ট হয় কারন বাসায় ফ্যান নাই, রাতে ঘুমানোর সময় জানালা-দরজা খুলে দিলে মশা কামড়ায়। সে তার মায়ের সঙ্গে খাটে ঘুমায় এবং তার বড় ভাই মেঝেতে ঘুমায়। আর শীতের দিনে ওর নাকি অনেক ভালো লাগে। শীতের কম্বলের কথা জিজ্ঞেস করতেই সে হেসে বলে, 'আমাগো বাড়িতে কম্বলের অভাব নাই। এক কম্বলে তিনজন ও ঘুমাইতে পারে। বেশি শীত পড়লে আমরা ঘরে লাকরিতে আগুন ধরাই।'

গরমকাল বা শীতকাল প্রতিদিন সে চারটার মধ্যে বাসায় যায়। সে খেলতে বেশি পছন্দ করে না। সন্ধ্যায় কাঠের দোকানে কাজ করতে যায়। রাতে বাসায় ফিরতে কোনোদিন নয়টা আবার কোনোদিন এগারটা বাজে। রাতে সে মায়ের সঙ্গে ভাত খায়। সপ্তাহে বা মাসে যে টাকা আয় হয় সব টাকা সে তার মায়ের হাতে দেয়। মায়ের হাতে টাকা না দিয়ে কিছু করবে সেটা ভাবতেও পারে না। কারণ যতোবারই আমি তার মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম ততোবারই সে বলছিল যে তার সব টাকা মাকে দেয়। টাকা নিয়ে মা কী করবে কী করবে না সেটা নিয়ে সে ভাবে না।

সবচেয়ে অবাক হলাম তখন যখন সে বলে, সে কোনো স্বপ্ন দেখে না। ভবিষ্যতে কী হবে সেটা যে সে চিন্তা করবে সেই বোধটুকুও তার নেই। ভবিষ্যত বলেও যে কিছু আছে সেটা তার চিন্তাধারার বাহিরে। সে শুধু জানে কাজ করতে হবে, দিন শেষে মায়ের সঙ্গে খেতে হবে আর মাস শেষে মায়ের হাতে টাকা দিতে হবে। এর থেকে বেশি সে কিছু জানেও না আর বুঝেও না।

আলামিন সবচেয়ে বেশি উপভোগ করে ঈদের সময়টা। প্রতি বছর সে তার মায়ের সঙ্গে ঈদের কেনাকাটা করে। তার বড় ভাইও তাদের সঙ্গে থাকে। সবশেষে একটা কথা শুনে একটু অবাক হলাম। আমি তাকে বারংবারই স্বপ্নের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। এতোক্ষণ কথা বলার পর আবার স্বপ্নের কথা জিজ্ঞেস করতেই সে বলে যে তার স্বপ্ন কারখানার মালিক হবার। কিছুটা অবাক হলাম এরা যাদের আপন করে নেয় তাদের আপন ভেবে কিছু না ভেবেই মনের সব কথা বলে দেয়। কিন্তু আমরা ক'জনই বা তাদের আপন করে নেবার কথা ভাবি, কখনও কী ভাবি আমরা যে তারাও ভালবাসা পাওয়ার অধিকার রাখে ?

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: নানজীবা খান, সাংবাদিক।

বড় পরিচয় আমি সাংবাদিক

নানজীবা খান (১৪), ঢাকা

Published: 24 July 2015 03:12 PM BdST Updated: 24 July 2015 03:49 PM BdST

টেলিভিশন, পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে কাজ করা হলেও রেডিওতে তখনও কাজ করা হয়ে ওঠেনি।

খুব ইচ্ছে ছিল রেডিওতে একদিন কাজ করব। আমার কন্ঠস্বর অন এয়ার হবে ভাবতেই খুব ভালো লাগতো।

এবার ঈদে হুট করেই ইচ্ছেটা পূরণ হয়ে গেল। হঠাৎ একটি বেসরকারি এফ এম রেডিও থেকে ঈদের একটি স্পেশাল অনুষ্ঠানে আমাকে অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করা হল।

যখন ফোন পেলাম তখনও আমি জানতাম না পরদিনের অনুষ্ঠানে আমাকে কী করতে হবে।

অবশ্য ওরা বলেছি এটা কিশোর-কিশোরীদের একটা আড্ডার অনুষ্ঠান। শুধু গল্প আর আড্ডা। তবুও আমার ভয় লাগছিল। কী বলব, কী করব এসব ভেবে।

অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারিত সময়ে সেখানে পৌঁছলাম। অফিসে গিয়ে আমার মনেই হল না আমি সেখানে নতুন গিয়েছি। তবে ভয় কাটেনি।

কিছুক্ষণ পরেই অনুষ্ঠান শুরু হল। আর আমার ভয় বাড়তে লাগল। আমার সঙ্গে একজন আরজে, একজন গিটারিস্ট আর একজন সাংবাদিক ছিলেন। ওদের সামনে সত্যি খুব ভয় করছিল। বারবার মনে হচ্ছিল কথা বলতে গিয়ে তালগোল একটা পাকাবো।

তারপরই মনে হল আমি তো সাংবাদিক। একজন সাংবাদিকের এমন জড়তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। এরপরই আমার ভয় কেটে গেল। আমি ধীরে ধীরে কথায় সহজ হয়ে গেলাম।

অনুষ্ঠান ভালোভাবে শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে বারবার মনে হচ্ছিল আমি আসলে কী হতে চাই। কারণ কখনও আমি মডেলিং করেছি, কখনও উপস্থাপনা, প্রামাণ্য চিত্র তৈরি, ছবি আঁকা, আবৃত্তিও করেছি। আর এই সব কিছুই আমার ভালো লাগে। তাহলে আমি কে?

খুব ভেবে দেখলাম আমি আসলে একজন সাংবাদিক আর এর বাইরে যা করি সব আমার শখ।

এক লিটনের গল্প

নানজীবা ফাতেমা (১৩), ঢাকা

Published: 2014-01-07 15:44:04.0 BdST Updated: 2014-01-07 15:44:04.0 BdST

কনকনে এই শীতের সকালে আট বছর বয়সী লিটনকে তার বাবা রামপুরায় চা-বিস্কুট বেচতে প্রতিদিন পাঠায়। শতছিন্ন সোয়েটার পরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে গরম চা বেচে সে। খাতাকলমে নোয়াখালীর এক স্কুলের ছাত্র হলেও থাকে ঢাকায়। ওর আয় অভাবে সংসারে যোগ করে কিছুটা স্বস্তি। তার সাথে এক সকালে কথা হয় হ্যালোর সাংবাদিক নানজীবা ফাতেমার।

হ্যালোঃ লিটন তুমি স্কুলে যাও?

লিটনঃ হ্যাঁ।

হ্যালোঃ কোন স্কুলে পড়?

লিটনঃ মনির হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়।

হ্যালোঃ এটা কোথায়?

লিটনঃ নোয়াখালি জেলায়।

হ্যালোঃ অন্য জেলার স্কুলে পড়?

লিটনঃ শুধু পরীক্ষা দিতে যাই। অন্য সময় ঢাকায় থাকি। সকাল থেকে চা-বিস্কুট বিক্রি করি।

হ্যালোঃ সারা দিনে কত টাকা আয় কর?

লিটনঃ দিনে ১২০ থেকে ১৯০ টাকা। কখনো কম বা বেশিও হয়।

হ্যালোঃ তোমার শীত লাগে না?

লিটনঃ এই ছেঁড়া সোয়েটার পরেই আসি। আর কোনো সোয়েটার নাই।

হ্যালোঃ তোমরা কয় ভাই বোন?

লিটনঃ ৩ ভাই ১ বোন।

হ্যালোঃ তারা কে কি করে?

লিটনঃ বড় ভাই আলু বেচে। অন্যজন খুব ছোটো, ওর বয়স ছয়। আমাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করে।

সবচেয়ে ছোট বোনের বয়স দুই বছর।

হ্যালোঃ খেলাধুলা কর?

লিটনঃ কাজের ফাঁকে ফাঁকে লাটিম খেলি।

হ্যালোঃ কাজের শেষে কি কর?

লিটনঃ সন্ধ্যায় বাসায় যাই। যে টাকা আয় হয় তা মাকে দেই। তারপর বই নিয়ে পড়তে বসি।

মা অনেক সময় লাকড়ি দিয়ে আগুন জ্বালায় তাতে শীত একটু কম লাগে।

দুটা কম্বল আছে কিন্তু তা দিয়ে আমাদের ছয়জনের শরীর ঢাকে না। তাই তিনটা কাঁথা জোড়া দিয়ে আমি ঘুমাই। তাতেও আমার শীত লাগে।

- See more at: http://hello.bdnews24.com/kothaykothay/article2676.bdnews#sthash.Fa9m5te4.dpuf

রেবেকা সুলতানা বলেন, বিশেষ পদ্ধতিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়াই এই স্কুলের মূল উদ্দেশ্য।

বর্তমানে এখানে পাঁচজন শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষার্থী আছে ২৬ জন।

"প্রতিবন্ধী শিশুরাও উপযুক্ত শিক্ষা পেলে স্বাভাবিক শিশুদের মতো শিখতে পারে। তা এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রমাণ করেছে," বলেন রেবেকা।

কোহিনুর আক্তার (৩২) নামে এক অভিভাবক বলেন, তার ছেলে সাকিব হাসান (৯) আগে কোনো কথা বুঝত না। তার আচরণ ছিল অস্বাভাবিক।

তিনি বলেন, প্রায় তিন বছর ধরে সে এই স্কুলে পড়ছে। এখন তার আচরণে অনেক উন্নতি হয়েছে। কিছু কিছু কথা বুঝতেও পারে।

আরেক অভিভাবক সুমাইয়া রহমান (২৫) বলেন, তার মেয়ে নিশাদ রুমানা (৬) অটিস্টিক শিশু। সে আগে স্থির হয়ে বসত না এবং কোনোকিছুতে মনোযোগ দিতে পারত না। নিয়মিত স্কুলে আসার ফলে সে এখন বসে ছবি আঁকে, নিজের হাতে খেতেও পারে।

একক অর্থায়নে এখানে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।তাই এ কাজে সহায়তার জন্য সরকারের এগিয়ে আসা উচিত বলে অভিভাবকরা মনে করেন।

শিশুর সজন কৈলাস সত্যার্থী

নানজীবা ফাতেমা (১৪), ঢাকা

Published: 14 October 2014 01:36 PM BdST Updated: 14 October 2014 01:36 PM BdST

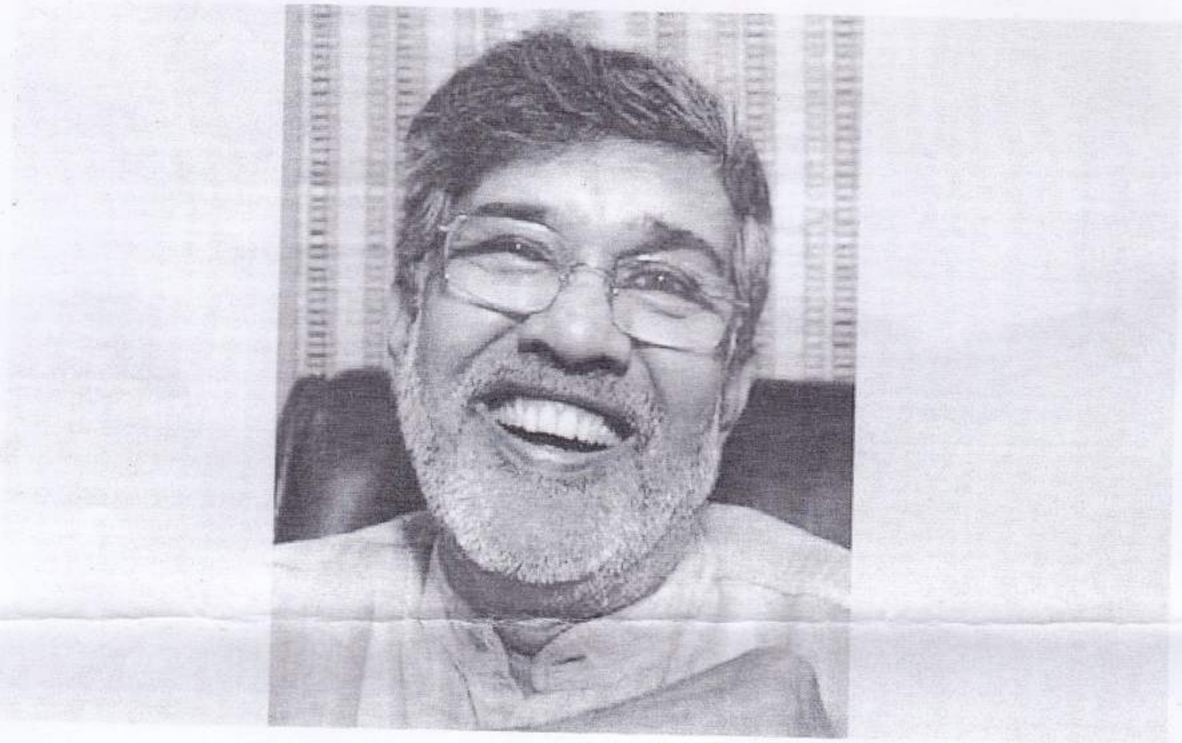

এবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন শিশুদের নিয়ে কাজ করে এমন দুজন□ তাদের একজন ভারতের কৈলাস সত্যার্থী এবং অন্যজন পাকিস্তানের শিশু মালালা ইউসুফজাই□

জঙ্গিদের হামলার কারণে মালালা গণমাধ্যমে আগে থেকেই আলোচনায় থাকলেও বেশিভাগ মানুষের কাছে অচেনা ছিলেন কৈলাস। যদিও শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে তার নাম ২০০৬ সালেই উঠে আসে□

কৈলাস শৈশবে স্কুলে যাবার পথে দেখেন অভাবের কারণে এক মুচির ছেলে স্কুলে যেতে পারছে না। সেদিনই তার মনে জাগে বড় হয়ে শিশুদের জন্যে কিছু করবার অনুপ্রেরণা।

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কৈলাস নিজের পেশা ছেড়ে ১৯৮০ সালে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে প্রচারণায় নামেন। অহিংস পথে শোষণ থেকে শিশুদের বাঁচানোর কাজ করে আসছেন তিনি।

ষাট বছর বয়সী এই নোবেল জয়ীর মতে, পরিবারের দারিদ্র-অশিক্ষা-অজ্ঞতা আর শিক্ষা কর্মসূচির ব্যর্থতাই নয়, সস্তায় শিশুদের দিয়ে কাজ করিয়ে মালিকরা বেশি লাভবান হচ্ছে বলেই এ শ্রম বাড়ছে।

১৯৮০ সালে তিনি 'বাচপন বাঁচাও' আন্দোলন শুরু করেন। তখন থেকে টানা প্রায় ৩৫ বছর ধরে শিশুদের শ্রম ও দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে সংগ্রাম করে আসছেন□

শিশুশ্রম বন্ধের দাবিতে তিনি দক্ষিণ এশিয়াসহ ১০০টি দেশে হাজার হাজার কিলোমিটারের পদযাত্রা সংগঠিত করেন।

এছাড়া তার নেতৃত্বে ভারতে ৮০ হাজার শিশু শ্রমদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে।

- See more at:

http://hello.bdnews24.com/news/article6528.bdnews#sthash.ftjruml8.dpuf

- See more at:
http://hello.bdnews24.com/onyachokhe/article6513.bdnews#sthash.GfT1GQjr.dpuf

১৫ অক্টোবর বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস

বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত

নানজীবা ফাতেমা (১৪), ঢাকা

Published: 15 October 2014 01:29 PM BdST Updated: 15 October 2014 01:29 PM BdST

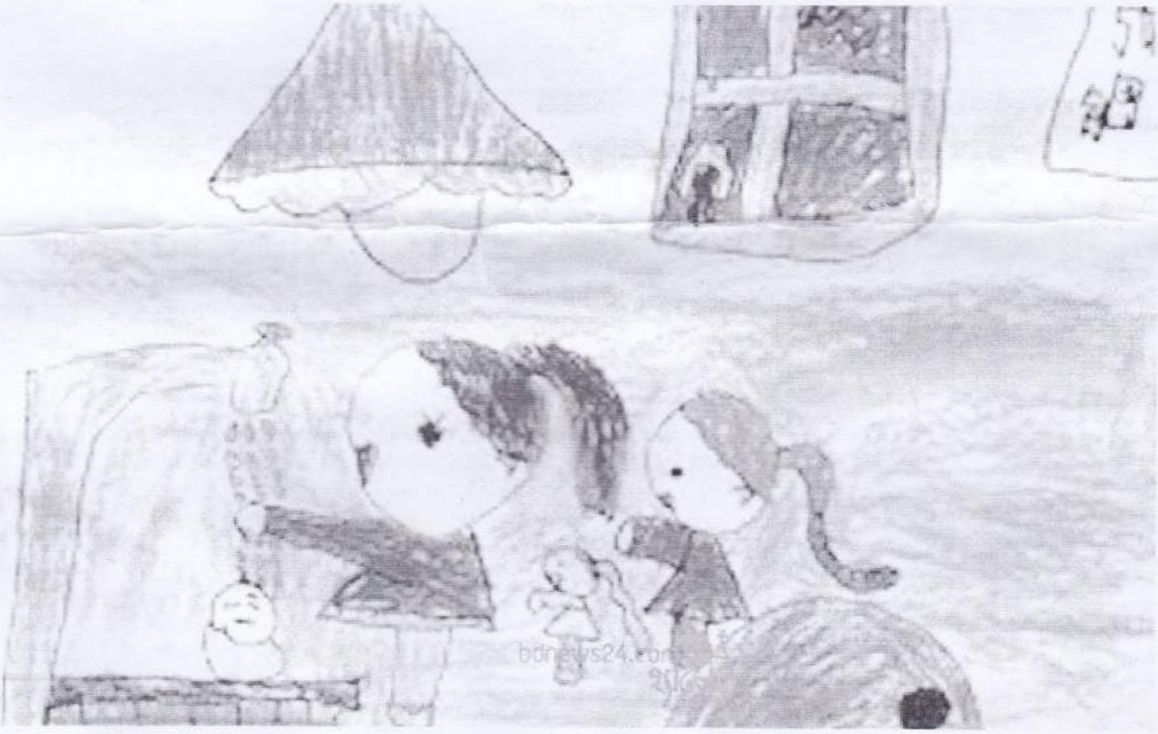

সব দেশের মত বাংলাদেশেও নানা আয়োজনের মধ্যে পালিত হয়েছে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস□

দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য হল সুস্থ থাকার জন্যে প্রত্যেকবার খাবার আগে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা□

বুধবার 'পরিষ্কার হাত জীবন বাঁচায়' এই ধ্বনি দিয়ে কোটি কোটি শিশু জাতিসংঘের প্রথম 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবসে' অংশ নিয়েছে□

জাতিসংঘ বলেছে, হাত ধোয়ার মতো সাধারণ একটি অভ্যাস অনেক প্রাণঘাতী রোগ থেকে মুক্ত থাকার অন্যতম কার্যকর উপায়।

শিশুদেরকে এখন থেকেই জানতে ও শিখতে হবে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন পেতে হলে কি কি করা দরকার।

শিশুদেরকে এখন থেকেই জানতে ও শিখতে হবে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন পেতে হলে কি কি করা দরকার।

সুস্বাস্থ্যের প্রথম শর্ত হল পরিষ্কার করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তারপর খেতে হবে। নইলে রোগ জীবাণু হাত থেকে খাবারের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করবে। শরীর সুস্থ না থাকলে জীবনে কোন কাজই ভালভাবে করা যায় না।

- See more at:
http://hello.bdnews24.com/news/article6528.bdnews#sthash.ftjruml8.dpuf

ভালোবাসা ছাড়া দেশ এগোয় না: বিনোদ বিহারী

নানজীবা ফাতেমা (১৩), ঢাকা

Published: 2014-01-09 15:42:02.0 BdST Updated: 2014-01-09 15:42:02.0 BdST

দেশকে ভালোবাসার এ কথা বলে গেছেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী ও সূর্য সেনের সহকর্মী বিনোদ বিহারী চৌধুরী।

Print

চট্রগ্রামের বোয়ালখালীতে ১৯১১ সালের ১০ জানুয়ারি তার জন্ম।

তিনি পড়ালেখা শুরু করেন চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার রাঙ্গামাটিয়া বোর্ড স্কুলে।

১৯৩৪ ও ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ রাজের রাজপুতনার ডিউলি ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি অবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণিতে আইএ ও বিএ পাশ করেন। ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরের বছর ৩৭ বছর বয়সে পাকিস্তান কংগ্রেসের সদস্য হন তিনি।

১৯৩৯ সালে একটি দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর চট্টগ্রাম আদালতে আইন পেশায় যুক্ত হন। ১৯৪০ সালে। তবে শেষেমেষ শিক্ষকতাকে পেশাকে বেছে নেন।

১৯৩০ সালের ঐতিহাসিক অস্ত্রাগার লুন্ঠনে বিনোদ বিহারী চৌধুরী ছিলেন সূর্য সেনের অন্যতম সহযোগী। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামকে তিন দিন দখলে রাখেন তারা।

দলের সদস্যরা মিলে টেলিগ্রাম অফিস ধ্বংস, অক্সিলারি কোর্স ও দামপাড়া পুলিশ লাইনের অস্ত্রশস্ত্র লুট করেন। দলে ছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন, হিমাংশু সেন, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত গুপ্ত।

এরপর ব্রিটিশ সেনারা জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবী দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়েও লড়াই থামাননি বিনোদবিহারী। চোখের সামনে দেখতে হয় ১২ সহকর্মীর মৃত্যু।

এরপর তিন বছর তিনি আত্মগোপন করে ছিলেন। এ সময় তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার পুরস্কার ঘোষণা করে।

তিনি বলেছিলেন~ যুদ্ধ করে মরে দেশকে রক্ষা করার শিক্ষা নিয়েছি আমি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভাবনা আমি ছাড়তে পারব না।

"ভালবাসা ছাড়া দেশ এগিয়ে যেতে পারে না। দেশকে ভালবাসতে শিখতে হবে।"

২০১৩ সালের ১০ এপ্রিল এই বিপ্লবী মারা যান। মৃত্যুর দুবছর আগে ২০১১ সালে তাকে স্বাধীনতা পদক প্রদান করা হয়।

ক্যাম্ব্রিয়ান বিতর্কের সেমিফাইনাল শেষ

নানজীবা ফাতেমা (১৩)

'সৃজনশীলতা বিকাশে বিতর্ক' ধ্বনিকে সামনে নিয়ে 'ক্যাম্ব্রিয়ান স্কুল অব ডিবেট'-এর সেমিফাইনাল হয়েছে।

শুক্রবার এ আন্তঃ ক্যাম্পাস বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে উইল্সান স্কুল ও ক্যাম্ব্রিয়ানের বাঁশতলা শাখার দল।

শিশুদের প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এ বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্যাম্ব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজের চেয়ারম্যান এম কে বাশার।

এ বিতর্কের প্রধান এনামুল কবির জানান, বিতরকের সব বিষয় পাঠ্যের অন্তরভুক্ত করা হলে শিক্ষার্থীদের বিতর্ক চর্চা এবং সৃজনশীল প্রতিভার বিকাসের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

গত তিন মাস ধরে চলা এ প্রতিযোগিতায় ২০০টি দল অংশ নেয়।

আগামী শুক্রবার বিতর্কের ফাইনাল শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

bdnews24.com হ্যালো
একটা খবর জানাতে চাই ...

প্রতিবন্ধী শিশুদের সহায়তায় ডি.এস.এল. স্কুল

নানজীবা ফাতেমা (১৩)
Published: 2013-04-27 13:12:46.0 Updated: 2013-04-27 13:12:56.0

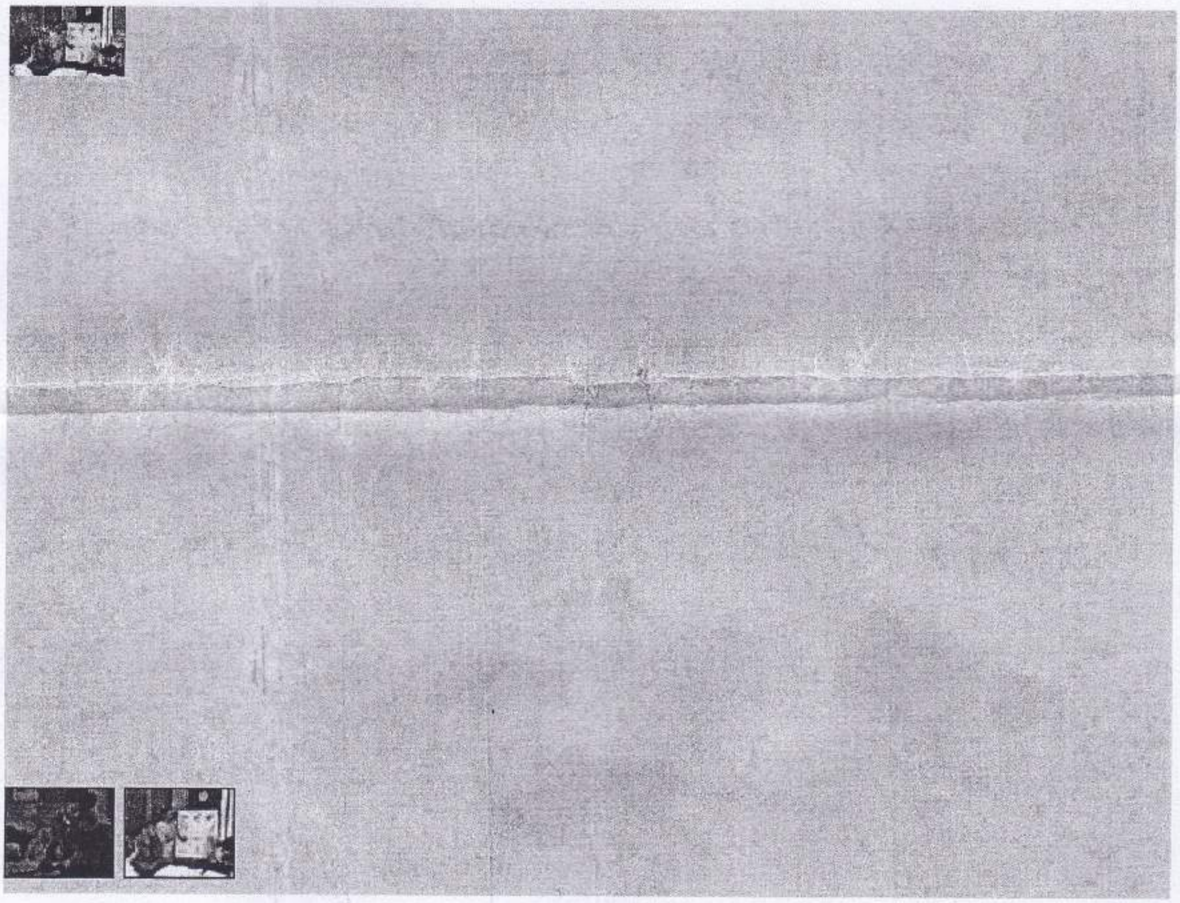

প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাবলম্বী করতে এবং তাদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে রামপুরার বনশ্রীর ডি.এস.এল. স্কুল নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

1
0
0
Print

অটিস্টিকসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের এখানে নানাভাবে সহায়তা দেয়া হয়।

২০০৫ সালে একক অর্থায়নে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমান প্রধান শিক্ষক রেবেকা সুলতানা (৫০)।

ঢাকায় 'ওয়ান মিনিটস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'

নানজীবা ফাতেমা (১৪), ঢাকা

Published: 2014-03-02 10:57:51.0 BdST Updated: 2014-03-02 13:52:01.0 BdST

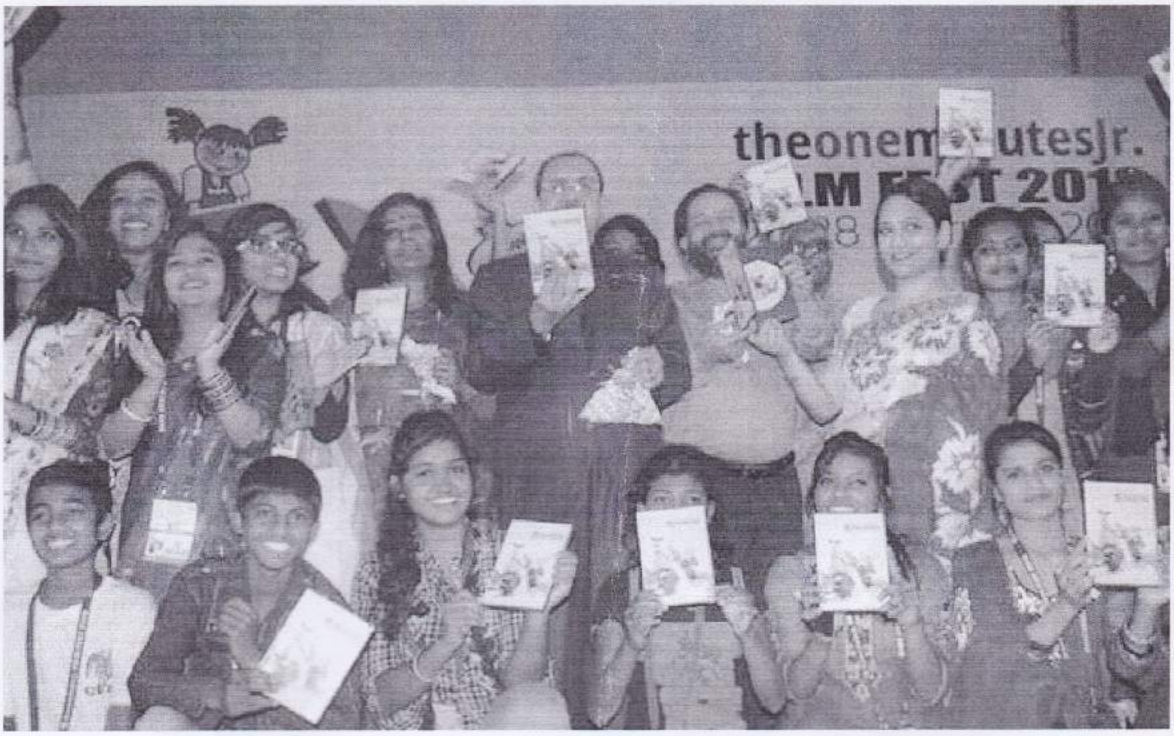

2 / 2

5
0
0 Print

এ ফেস্টিভ্যালে ৩০টি স্বল্পদৈর্ঘ চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত তিন দিন ধরে চলা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল সেমিনার, স্বল্পদৈর্ঘ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণ।

উৎসবের প্রথম দিনে 'টিভিতে শিশুদের অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু' শীর্ষক সেমিনার হয় এবং চল্লিশটি স্বল্পদৈর্ঘ চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

দ্বিতীয় দিন 'টিভিতে বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন শিশুদের মানসিক বিকাশের অন্তরায়' শীর্ষক সেমিনার হয় এবং ৩০টি স্বল্পদৈর্ঘ চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

শুক্রবার ঢাকা, বরিশাল, গাজিপুর, সিলেটসহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শিশুদের তৈরি ছবি থেকে ৬টি পুরস্কার পায়। এতে বিচারক ছিল শিশু দর্শকরাই।

চিলড্রেনস টেলিভিশন ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ (CTFB) এর প্রেসিডেন্ট এএইচএম ফাহমিদুল ইসলাম শান্তনু বলেন, "আমরা বাংলাদেশের শিশুদের বিশ্ব পর্যায়ে তুলে নেয়ার চেষ্টা করে যাব।"

- See more at: http://hello.bdnews24.com/news/article3106.bdnews#sthash.ZV1fH6oH.dpuf

ঈদেও মাকে পাই না

নানজীবা ফাতেমা(১৪), ঢাকা

Published: 08 October 2014 09:34 AM BdST Updated: 08 October 2014 01:36 PM BdST

ইচ্ছা থাকলেও পেশাগত কারণে অনেক অভিভাবক বিশেষ দিনগুলোতেও সন্তানদের সময় দিতে পারেন না

আজকে এমনই একজনের ঈদ কাটানোর কথা শোনাব

সিনতাহিনা অপ্সরার বয়স ১২। ওর মা একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে সাংবাদিকতা করেন। ছোটবেলা থেকেই ও মায়ের সঙ্গ কম পায়। আর তাই সেই কাছে না পাওয়ার অভাব তার প্রায় স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে

এমনকি ঈদের দিনেও সে তার মাকে কাছে পায় না ঈদের সকালে রিপোর্ট করতে চলে যায় তার মা কাজ শেষ করে বাসায় এসেছে সন্ধ্যার পর অপ্সরা জানায়, কখনো কখনো তার অনেক খারাপ লাগে তবে সব সময় না

সে বলে, ‘‘ঈদের দিন বান্ধবীরা তাদের মায়ের সাথে সময় কাটায়, ঘুরতে যায়। কিন্তু এরজন্য আমার একটুও মন খারাপ হয় না। কারণ মা তো কাজের জন্যই বাইরে থাকেন। আর যদি মা ঈদের দিনের খবর না আনত তবে সাধারণ মানুষ দেশের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারত না□

সে আরও বলে, আদর ভালবাসার ক্ষেত্রে আমি অন্যদের থেকে পিছিয়ে নেই। আমার মনে হয় সবার অভিভাবক দীর্ঘসময় তাদের সন্তানদের যতটুকু যত্ন নেয় আমার মা কম সময়ে তাদের থেকে কোন অংশেই কম যত্ন নেন না। বরং শত ব্যস্ততার মাঝেও খোঁজ নিতে কখনই ভুলে যান না□

পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যদি কাছে থাকে তবে প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দের হয়। আমি সত্যিই অনেক খুশি যে আমার মা একজন সাংবাদিক। কারণ তার এই পেশার কারণেই আমার জীবনযাপন অন্য বান্ধবীদের থেকে আলাদা। আর এই জন্যই জীবনের অন্য রকম অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হচ্ছে□

শীতে পিঠা বিক্রি লাভজনক

নানজীবা ফাতেমা (১৩), ঢাকা

Published: 2013-12-31 11:33:00.0 BdST Updated: 2013-12-31 11:33:00.0 BdST

হরতাল ও অবরোধে ছোট বড় সব ব্যবসায়ী ভোগান্তি পোহালেও মৌসুমী পিঠার বিক্রেতার লাভের দিন শুরু হয়েছে। পিঠা বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা হয় নানজীবা ফাতেমার।

ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় এমন শত শত পিঠা বিক্রেতার মেলে শীত এলেই। তাদের একজন ডালিয়া খাতুন (৪২) কোন মতে সংসার চালান। শীত এলেই চুলো নিয়ে বসেন পিঠা বেচতে।

তার কথা তুলনামূলকভাবে পিঠা বেচায় লাভজনক। তবে সব দিন সমান পিঠা বেচা হয় না। তবে ঠকার কোন কারণ নেই। পিঠা বেচে এসময়টা তার ভালোই কাটে।

অপর পিঠা বিক্রেতা হালিমা বেগম (৫০)।

পিঠা ব্যবসায় কোন ঝুঁকি নেই জানালেন তিনি।

এতে লাভ বেশি তাই এ ব্যবসা বেছে নিয়েছেন হালিমা।

ওদে সঙ্গে কথা বললে বললে আলাপ জমে নিয়িমিত পিঠা ক্রেতা সিনথিয়া সিলভীর সঙ্গে।

পাশে দাঁড়ানো অন্য ক্রেতা নওসিন ফারজানা বলেন, "ব্যস্ততার জন্য বাসায় পিঠা বানানোর সময় নাই, তাই পিঠা খাওয়ার শখ মেটাতে বাধ্য হয়েই বাইরে থেকে কিনতে হয়।"

- See more at: http://hello.bdnews24.com/news/article2630.bdnews#sthash.t8glfr3A.dpuf

bdnews24.com হ্যালো
একটা খবর জানাতে চাই ...

পানিই নেই বেলতলা বস্তিতে

নানজীবা ফাতেমা (১৩) ও সামিন ইয়াসার প্রিয়ম (১৬)

Published: 2013-04-17 13:25:19.0 Updated: 2013-04-17 13:25:25.0

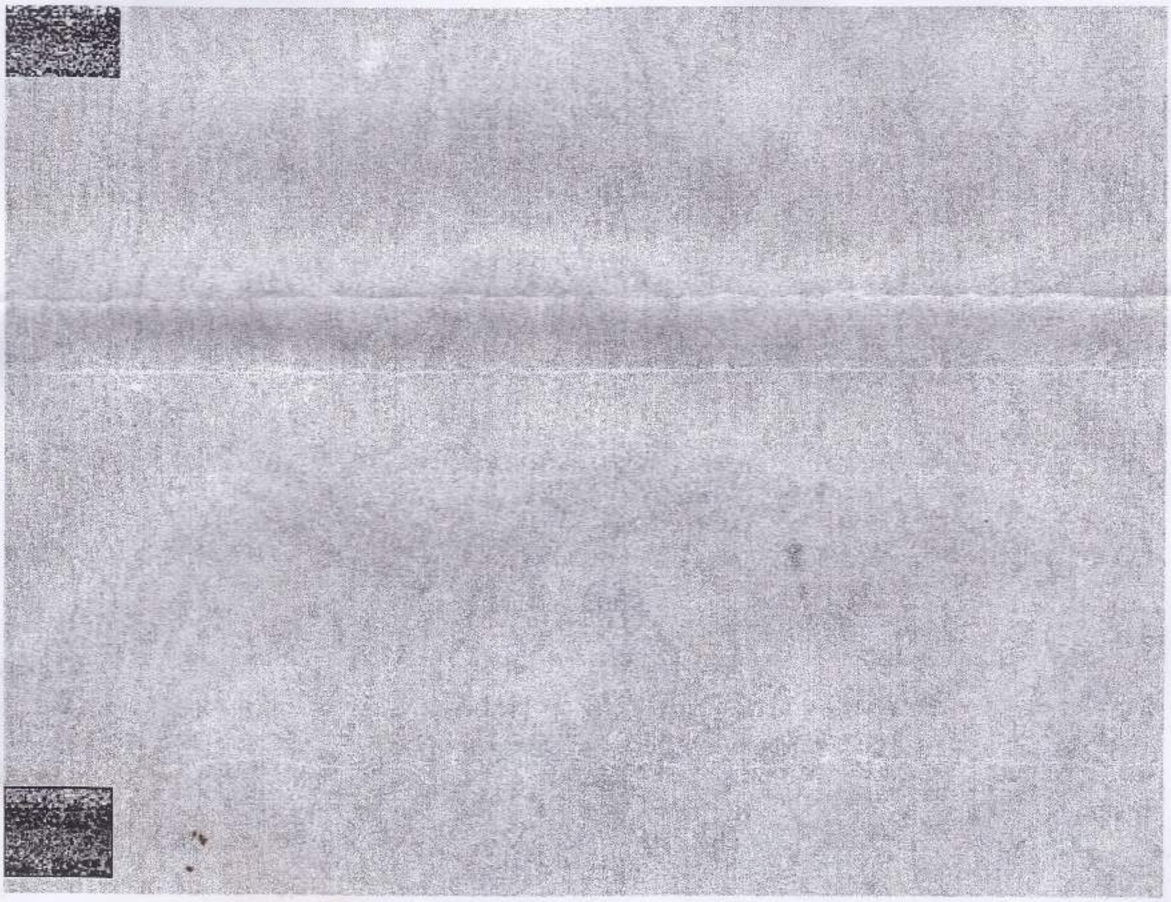

বিশুদ্ধ পানির সংকটে রয়েছে মহাখালির এরশাদনগর বেলতলা বস্তিবাসী।

61
1
1
Print

তাই ডায়রিয়া, কলেরাসহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগে ভুগছে ঢাকা মহানগরের এ বস্তির বাসিন্দারা।

বস্তিবাসী জাহাঙ্গির আলম (৩০) জানিয়েছেন, বিশুদ্ধ পানির অভাবে প্রায়ই বস্তির কেউ না কেউ রোগাক্রান্ত হচ্ছে।

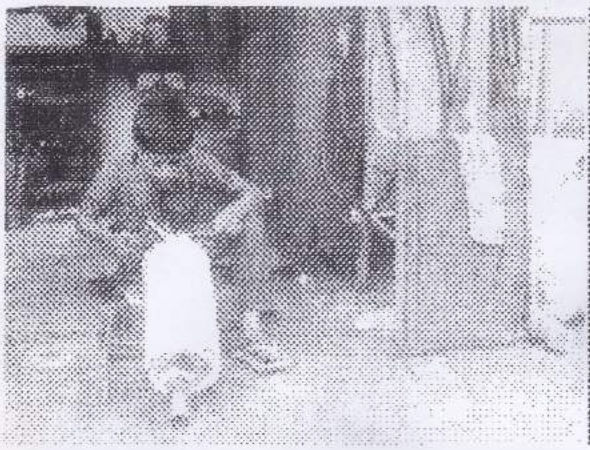

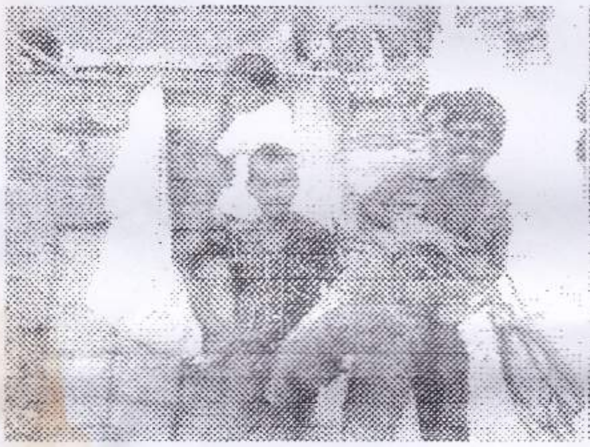

রেণু বেগম (৩৬) জানিয়েছেন, দুই বছর আগে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে তাদের একটি শিশু মারা গেছে।

রেণু আরও জানান, তাদের ছয় সদস্যের পরিবারের প্রতিদিন পাঁচ কলসি পানি লাগে। প্রতি কলসি পানি দুই টাকা দরে কিনে আনতে হয় তাদের।

তিনি বলেন, "অভাবের সংসারে পানির জন্য মাসে প্রায় তিনশ' টাকা খরচ আমাদের জন্য অনেক বেশি।"

অপর বস্তিবাসী আকলিমা বেগম (৩৫) জানিয়েছেন, খাবার পানি তারা আনেন প্রায় এক কিলোমিটার দূরের পাম্প-হাউস থেকে। আর আধা কিলোমিটার দূর থেকে অন্যান্য কাজের পানি আনেন তারা।

"আমাদের দুজনের সংসারে দূর থেকে পানি আনা খুব সমস্যা।"

সমস্যা সমাধানে সরকার এগিয়ে আসুক এ দাবি বস্তিবাসীর।

হোম | প্রচ্ছদ | খবরাখবর | আমার কথা | রঙপেন্সিল | ক্লিকক্লিক | কথায় কথায় | অন্য চোখে | আমার পাওনা | বাংলা না এলে

bd News Times
NEWS | ENTERTAINMENT | ENJOYMENT

সর্বগুণে গুণান্বিত "নানজীবা খান"

হাতে কলম ধরার আগেই তুলি দিয়ে জীবনের ১ম প্রতিযোগিতায়ই অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক পুরস্কার। বয়স ১৫ বছরের গন্ডি পেরোনোর আগেই শিশু সাংবাদিক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বররাষ্ট্র, পররাষ্ট্র , তথ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি,তথ্য ও যোগাযোগ, তথ্য ও টেলিযোগাযোগ, খাদ্য, ভূমি- মন্ত্রীসহ অর্ধশতাধিকের বেশি প্রায় ৭২ জনের সাক্ষাতকার নেয়া শেষ তার। সাংবাদিকতার শুরু বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার "সাকিব আল হাসান" এর সাক্ষাতকার নেয়ার মাধ্যমে। বাদ পড়েননি এমদাদুল হক মিলন, সেলিনা হোসেন,জুয়েল আইচ, ফরিদুর রেজা সাগর, মীর আহসান, হাবিবুল বাশার, র্যাবের প্রধান বেনজির আহমেদ,বাংলাদেশের ১ম ফটোগ্রাফার সায়েদা খানম, ১ম এভারেস্ট বিজয়ী মহিলা নিশাত মজুমদার, ১ম মহিলা তথ্য কমিশনার সাদেকা হালিম, জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা কবরী, আরিফা জামান মৌসুমী সহ এদেশের জনপ্রিয় ব্যাক্তিতরাও জীবনের ১ম স্বল্পদৈঘ্যের প্রামাণ্যচিত্র পরিচালনা করে অর্জন করেছে 'ইউনিসেফ" এর "মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড"। জীবনের ১ম অভিনীত স্বল্পদৈঘ্যের ছবি "সেলফ মেইড ম্যান" পেয়েছে ১ম পুরস্কার, জীবনের ১ম বিতর্কেই হয়েছে "শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক", শিশুতোষ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান কিশলয় কচি-কাচারমেলা এ জীবনের ১ম আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় হয়েছে ১ম। এমনকি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিএনসিসি প্রশিক্ষণেও পার পর ৩ টি ক্যাম্পিং এ উপস্থিত

বক্তৃতায় অর্জন করেছে ১ম স্থান। এতক্ষণ যার কাজের বর্ণনা করছিলাম তিনি- সাংবাদিক,পরিচালক,উপস্থাপক,বিতার্কিক "নানজীবা খান"। এই বয়সে শুধু কাজ করেই থেমে থাকেননি তিনি বরং অর্জন করা অ্যাওয়ার্ড এর টাকার অংশও তুলে দিয়েছেন পথশিশুদের হাতে।

netTV 24
বাংলার সংযোগ
www.nettv24.net

গুণান্বিত "নানজীবা খান"

হাতে কলম ধরার আগেই তুলি দিয়ে জীবনের ১ম প্রতিযোগিতায়ই অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক পুরস্কার। বয়স ১৫ বছরের গন্ডি পেরোনোর আগেই শিশু সাংবাদিক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র , তথ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি,তথ্য ও যোগাযোগ, তথ্য ও টেলিযোগাযোগ, খাদ্য, ভূমি- মন্ত্রীসহ অর্ধশতাধিকের বেশি প্রায় ৭২ জনের সাক্ষাতকার নেয়া শেষ তার।

সাংবাদিকতার শুরু বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার "সাকিব আল হাসান" এর সাক্ষাতকার নেয়ার মাধ্যমে। বাদ পড়েননি এমদাদুল হক মিলন, সেলিনা হোসেন,জুয়েল আইচ, ফরিদুর রেজা সাগর, মীর আহসান, হাবিবুল বাশার, র‍্যাবের প্রধান বেনজির আহমেদ,বাংলাদেশের ১ম ফটোগ্রাফার সায়েদা খানম, ১ম এভারেস্ট বিজয়ী মহিলা নিশাত মজুমদার, ১ম মহিলা তথ্য কমিশনার সাদেকা হালিম, জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা কবরী, আরিফা জামান মৌসুমী সহ এদেশের জনপ্রিয় ব্যাক্তিতরাও জীবনের ১ম স্বল্পদৈঘ্যের প্রামাণ্যচিত্র পরিচালনা করে অর্জন করেছে

'ইউনিসেফ' এর "মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড"।

জীবনের ১ম অভিনীত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি "সেলফ মেইড ম্যান" পেয়েছে ১ম পুরস্কার, জীবনের ১ম বিতর্কেই হয়েছে "শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক", শিশুতোষ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান কিশলয় কচি-কাচারমেলা এ জীবনের ১ম আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় হয়েছে ১ম। এমনকি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিএনসিসি প্রশিক্ষণেও পার পর ৩ টি ক্যাম্পিং এ উপস্থিত বক্তৃতায় অর্জন করেছে ১ম স্থান। এতক্ষণ যার কাজের বর্ণনা করছিলাম তিনি- সাংবাদিক,পরিচালক,উপস্থাপক,বিতার্কিক "নানজীবা খান"।

এই বয়সে শুধু কাজ করেই থেমে থাকেননি তিনি বরং অর্জন করা অ্যাওয়ার্ড এর টাকার অংশও তুলে দিয়েছেন পথশিশুদের হাতে।

bd News Times

NEWS | ENTERTAINMENT | ENJOYMENT

সর্বগুণে গুণান্বিত "নানজীবা খান"

হাতে কলম ধরার আগেই তুলি দিয়ে জীবনের ১ম প্রতিযোগিতায়ই অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক পুরস্কার। বয়স ১৫ বছরের গন্ডি পেরোনোর আগেই শিশু সাংবাদিক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বররাষ্ট্র, পররাষ্ট্র , তথ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি,তথ্য ও যোগাযোগ, তথ্য ও টেলিযোগাযোগ, খাদ্য, ভূমি- মন্ত্রীসহ অর্ধশতাধিকের বেশি প্রায় ৭২ জনের সাক্ষাতকার নেয়া শেষ তার। সাংবাদিকতার শুরু বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার "সাকিব আল হাসান" এর সাক্ষাতকার নেয়ার মাধ্যমে। বাদ পড়েননি এমদাদুল হক মিলন, সেলিনা হোসেন,জুয়েল আইচ, ফরিদুর রেজা সাগর, মীর আহসান, হাবিবুল বাশার, র‍্যাবের প্রধান বেনজির আহমেদ,বাংলাদেশের ১ম ফটোগ্রাফার সায়েদা খানম, ১ম এভারেস্ট বিজয়ী মহিলা নিশাত মজুমদার, ১ম মহিলা তথ্য কমিশনার সাদেকা হালিম, জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা কবরী, আরিফা জামান মৌসুমী সহ এদেশের জনপ্রিয় ব্যাক্তিতরাও জীবনের ১ম স্বল্পদৈঘ্যের প্রামাণ্যচিত্র পরিচালনা করে অর্জন করেছে 'ইউনিসেফ" এর "মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড"। জীবনের ১ম অভিনীত স্বল্পদৈঘ্যের ছবি "সেলফ মেইড ম্যান" পেয়েছে ১ম পুরস্কার, জীবনের ১ম বিতর্কেই হয়েছে "শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক", শিশুতোষ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান কিশলয় কচি-কাচারমেলা এ জীবনের ১ম আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় হয়েছে ১ম। এমনকি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিএনসিসি প্রশিক্ষণেও পার পর ৩ টি ক্যাম্পিং এ উপস্থিত

বক্তৃতায় অর্জন করেছে ১ম স্থান। এতক্ষণ যার কাজের বর্ণনা করছিলাম তিনি- সাংবাদিক,পরিচালক,উপস্থাপক,বিতার্কিক "নানজীবা খান"। এই বয়সে শুধু কাজ করেই থেমে থাকেননি তিনি বরং অর্জন করা অ্যাওয়ার্ড এর টাকার অংশও তুলে দিয়েছেন পথশিশুদের হাতে।

২০১৬ | Tuesday, 23 Feb 2016

netTV 24
www.nettv24.net

গুণান্বিত "নানজীবা খান"

হাতে কলম ধরার আগেই তুলি দিয়ে জীবনের ১ম প্রতিযোগিতায়ই অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক পুরস্কার। বয়স ১৫ বছরের গন্ডি পেরোনোর আগেই শিশু সাংবাদিক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র , তথ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি,তথ্য ও যোগাযোগ, তথ্য ও টেলিযোগাযোগ, খাদ্য, ভূমি- মন্ত্রীসহ অর্ধশতাধিকের বেশি প্রায় ৭২ জনের সাক্ষাতকার নেয়া শেষ তার।

সাংবাদিকতার শুরু বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার "সাকিব আল হাসান" এর সাক্ষাতকার নেয়ার মাধ্যমে। বাদ পড়েননি এমদাদুল হক মিলন, সেলিনা হোসেন,জুয়েল আইচ, ফরিদুর রেজা সাগর, মীর আহসান, হাবিবুল বাশার, র‍্যাবের প্রধান বেনজির আহমেদ,বাংলাদেশের ১ম ফটোগ্রাফার সায়েদা খানম, ১ম এভারেস্ট বিজয়ী মহিলা নিশাত মজুমদার, ১ম মহিলা তথ্য কমিশনার সাদেকা হালিম, জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা কবরী, আরিফা জামান মৌসুমী সহ এদেশের জনপ্রিয় ব্যাক্তিতরাও জীবনের ১ম স্বল্পদৈঘ্যের প্রামাণ্যচিত্র পরিচালনা করে অর্জন করেছে

"ইউনিসেফ" "এর "মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড"।

জীবনের ১ম অভিনীত স্বল্পদৈঘ্যের ছবি "সেলফ মেইড ম্যান" পেয়েছে ১ম পুরস্কার. জীবনের ১ম বিতর্কেই হয়েছে "শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক". শিশুতোষ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান কিশলয় কচি-কাচারমেলা এ জীবনের ১ম আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় হয়েছে ১ম। এমনকি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিএনসিসি প্রশিক্ষণেও পার পর ৩ টি ক্যাম্পিং এ উপস্থিত বক্তৃতায় অর্জন করেছে ১ম স্থান। এতক্ষণ যার কাজের বর্ণনা করছিলাম তিনি- সাংবাদিক.পরিচালক.উপস্থাপক.বিতার্কিক "নানজীবা খান"।

এই বয়সে শুধু কাজ করেই থেমে থাকেননি তিনি বরং অর্জন করা অ্যাওয়ার্ড এর টাকার অংশও তুলে দিয়েছেন পথশিশুদের হাতে।

শিশু সাংবাদিক নানজীবা খান

রকিবুজ্জামান খান

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশু সাংবাদিকতার একটা চর্চা শুরু হয়েছে। সেটা অবশ্য প্রথম বিটিভিই সীমিত আকারে প্রচলন করে। এরপর বেসরকারি টেলিভিশন একুশে টিভিতে সাংবাদিক সায়মন ড্রিং মুক্ত খবর নামে ছোটদের খবর শুরু করেন। সেখানে শিশুরাই নিউজ পড়া ও সংগ্রহ করতো। এখন কিছু কিছু টিভি চ্যানেল ও অনলাইন পোর্টালগুলো ছোটদের সাংবাদিক তৈরির কাজ করে যাচ্ছে। ছোটদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তুলছেন□

তেমনি একজন প্রতিভাবান ক্ষুদে সংবাদকর্মী নানজীবা খান। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী নানজীবার স্কুল জীবন শুরু হয় বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে। ব্যাংকার মা নাজরীন হাই ও চার্টার্ড অ্যাকাউটেন্ট বাবার একমাত্র মেয়ে□

প্রথম শ্রেণিতে পড়ার সময় ২০০৬ সালে দাদুভাইয়ের প্রতিষ্ঠিত কচিকাঁচার আসরে যোগ দেয় সে। তখন সে ছবি আঁকতো। স্বপ্ন ছিল অনেক বড় আঁকিয়ে হবে। তাই জয়নুল-কমরুল ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন পেইন্টিং কমপিটিশনে নাম লেখায়। হাজার হাজার প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে ছোট্ট নানজীবা প্রথম হয়□

এরপর জাতীয় যুব দিবসের বিক্রয় প্রকল্পতে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে। সেই সময় বিটিভিতে কাগজ কেঁটে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায়ও প্রথম হয়। শেখ রাসেল পেইন্টিং কমপিটিশনএ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে□

ভারতেশ্বরী হোমসের ডিসপ্লে তাকে খুব আকর্ষণ করতো তাই এক বছরের জন্য টাঙ্গাইলে চলে যান□ ২০১২ সালে অষ্টম শ্রেণিতে সেখানে ভর্তি হয়। এক বছর শেষে আবার ফিরে আসে ঢাকায়□

এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। তার মাও স্বপ্ন দেখতেন তার মেয়ে বড় হয়ে একদিন মস্তবড় চিত্রশিল্পী হবে। কিন্তু বিডি নিউজ পোর্টালে হ্যালোতে সাংবাদিক হতে চাইলে ক্লিক করুন লেখা দেখে কিছু না ভেবেই ক্লিক করে ফরম পূরণ করে দেয়। ডাক আসে সেখানে থেকে। তিনশ জন শিশু সেখানে উপস্থিত। সবাই সংবাদকর্মী হতে চায়। কিন্তু সবাইকে তো নেওয়া যাবে না। তাই সেই তিনশ জন থেকে বাছাই করা হয় ২৫ জনকে। সেখানে নানজীবা ভাগ্যক্রমে টিকে যায়□

শুধু টিকলেই তো হবে না। সামান্য কিছু প্রশিক্ষণ দিয়েই ফাইনাল সিলেকশনের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়। নানজীবার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ছিল হোটেল রূপসী বাংলাতে। সেখানে বাংলাদেশের তিনজন সেলিব্রেটি যাদুশিল্পী জুয়েল আইচ, ক্রিকেটার শাকিব আল হাসান ও চিত্রনায়িকা মৌসুমী ইউনিসেফের গুডউইল অ্যাম্বাসিডর নির্বাচিত হওয়ায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আর সেখানেই তার দায়িত্ব পরে ওই তিন সেলিব্রেটির সাক্ষাতকার নেওয়ার। জীবনের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট হলেও তেমন ঘাবড়ে যায়নি সে। তাইতো একে একে সবার সাক্ষাতকার নেয় এবং প্রশংসিত হয়□

এরপর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেস কমিউনিকেশন থেকে ডাক আসে। সেখানে সাত দিনের কোর্স করায়। তারপর বিটিভিতে আমাদের কথা নামে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। আমরা রঙিন প্রজাপতি অনুষ্ঠানে অডিশন ছাড়াই তাকে উপস্থাপিকার জন্য ডাকে। এবং সেটাতেও সফল হয়□

এরপর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেস কমিউনিকেশন থেকে ডাক আসে। সেখানে সাত দিনের কোর্স করায়। তারপর বিটিভিতে আমাদের কথা নামে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। আমরা রঙিন প্রজাপতি অনুষ্ঠানে অডিশন ছাড়াই তাকে উপস্থাপিকার জন্য ডাকে। এবং সেটাতেও সফল হয়□

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (নিমকো) থেকে ট্রেনিংয়ের পর ২০ জনকে সিলেকশন করা হয়। ওরা সেখান থেকে বেস্ট পারফর্মার পছন্দ করে চিলড্রেন টেলিভিশন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে পাঠায়। সেখানে পাঁচ দিন সিনেমা তৈরির ওপর কোর্স করায়। সেখানে সে ১ মিনিটের একটি কেয়ারলেস নামে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পরিচালনা করে□

সিটিবিটিতে প্রগ্রাম চলার সময় চিলড্রেন কমিউনিকেশন বাংলাদেশ সংস্থার সিইও রবিউল ইসলাম রনি তাকে কাজে ডাকে। সেখানেও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কার্টুন ফেস্টিভাল-২০১৪ এ প্রেজেন্টার হিসেবে কাজ করে। এরপর সে বেস্ট প্রেজেন্টার সিলেকশন হয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ওই সংস্থার হয়ে উপস্থাপনা করে□

আমাদের এই ক্ষুদে বন্ধুর অনেক প্রতিভার মধ্যে অভিনয় দক্ষতাও কিন্তু অনেক। প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য সেলফ মেড ম্যান চলচ্চিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়। সেখানেও সে যথারীতি সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করে□

২০১৩ সালে এশিয়া ডিবেট টুর্নামেন্ট ২০১৩ তে অংশগ্রহণ করে। সেখানে বিচারক হিসেবে ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ডিবেট ট্রেইনার আলফ্রেড স্নেইডার। সেখানেও সে সেরা স্পিকার নির্বাচিত হয়। বহুমুখী প্রতিভার বন্ধু নানজীবা কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, জনপ্রিয় উপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন, চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, তাজউদ্দিন কন্যাসহ প্রায় ৩৫ জনেরও বেশি খ্যাতিমান মানুষের সাক্ষাতকার নেন□

একজন শিশু সাংবাদিক হিসেবে কেমন বাংলাদেশের সম্ভাবনা দেখো? এ প্রশ্নের জবাবে নানজীবা বলে, 'আমি চাই বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের শিশুরা তাদের অধিকার ফিরে পাক। আমরা শুধু মুখে শিশু অধিকারের কথা বলি। কিন্তু বাস্তবে আমাদের জন্য কেউই তেমন কিছু করছে না। পথশিশুদের কর্মমুখী জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়ে শিশুদের সব ধরনের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করতে হবে।'

ওএনবি/এমআরকে/কেএইচ

- See more at: http://hello.bdnews24.com/amarkotha/article2901.bdnews#sthash.Lu

bd News Times

NEWS | ENTERTAINMENT | ENJOYMENT

শিশু সাংবাদিকতায় নানজীবার পথ চলা

ঢাকা: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশু সাংবাদিকতার একটা চর্চা শুরু হয়েছে। সেটা অবশ্য প্রথম বিটিভিই সীমিত আকারে প্রচলন করে। এরপর বেসরকারি টেলিভিশন একুশে টিভিতে সাংবাদিক সায়মন ড্রিং 'মুক্ত খবর' নামে ছোটদের খবর শুরু করেন। সেখানে শিশুরাই নিউজ পড়া ও সংগ্রহ করতো। এখন কিছু কিছু টিভি চ্যানেল ও অনলাইন পোর্টালগুলো ছোটদের সাংবাদিক তৈরির কাজ করে যাচ্ছে। ছোটদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তুলছেন□

বিডিনিউজ টাইম্‌স ডট কম বন্ধুদের সঙ্গে আজ পরিচয় করে দেবো প্রতিভাবান ক্ষুদে সংবাদকর্মী নানজীবা খানকে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তোমাদের এ বন্ধুর স্কুল জীবন শুরু হয় বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে। ব্যাংকার মা ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বাবার একমাত্র মেয়ে□

প্রথম শ্রেণীতে পড়ার সময় ২০০৬ সালে দাদুভাইয়ের প্রতিষ্ঠিত কচিকাঁচায় আসরে যোগ দেয়। তখন সে ছবি আঁকতো। স্বপ্ন ছিল সে অনেক বড় আঁকিয়ে হবে। তাই 'জয়নুল-কমরুল ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন পেইন্টিং কমপিটিশন' এ নাম লেখায়। হাজার হাজার প্রতিযোগীকে পিছিয়ে ফেলে ছোট্ট নানজীবা প্রথম হয়□

এরপর 'জাতীয় যুব দিবসের বিক্রয় প্রকল্প'তে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে। সেই সময় বিটিভিতে 'কাগজ কেটে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায়ও প্রথম হয়। 'শেখ রাসেল পেইন্টিং কমপিটিশন'এ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে□

ভারতেশ্বরী হোমসের ডিসপ্লে তাকে খুব আকর্ষণ করতো তাই এক বছরের জন্য টাঙ্গাইলে চলে যান। ২০১২ সালে অষ্টম শ্রেণীতে সেখানে ভর্তি হয়। এক বছর শেষে আবার ফিরে আসে ঢাকায়□

এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। তার মাও স্বপ্ন দেখতেন তার মেয়ে বড় হয়ে একদিন মস্তবড় চিত্রশিল্পী হবে। কিন্তু বিডি নিউজ পোর্টালে হ্যালোতে 'সাংবাদিক হতে চাইলে ক্লিক করো' লেখা দেখে কিছু না ভেবেই ক্লিক করে ফরম পূরণ করে দেয়। ডাক আসে সেখানে থেকে। তিনশো জন শিশু সেখানে উপস্থিত। সবাই সংবাদকর্মী হতে চায়। কিন্তু সবাইকে তো নেয়া যাবে না। তাই সেই তিনশ জন থেকে বাছাই করা হয় ২৫ জনকে। সেখানে আমাদের ক্ষুদে বন্ধু নানজীবা টিকে যায়□

শুধু টিকলেই তো হবে না। সামান্য কিছু প্রশিক্ষণ দিয়েই ফাইনাল সিলেকশনের জন্য অ্যাসাইমেন্ট দেয়া হয়। নানজীবার প্রথম অ্যাসাইমেন্ট ছিল হোটেল রূপসী বাংলাতে। সেখানে বাংলাদেশের তিনজন সেলিব্রেটি যাদুশিল্পী জুয়েল আইচ, ক্রিকেটার শাকিব আল হাসান ও চিত্রনায়িকা মৌসুমী ইউনিসেফের গুডউইল অ্যাম্বাসিডর নির্বাচিত হওয়ায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আর সেখানেই তার দায়িত্ব পরে ওই তিন সেলিব্রেটির সাক্ষাতকার নেয়ার। জীবনের প্রথম অ্যাসাইমেন্ট হলেও তেমন ঘাবড়ে যায়নি সে। তাইতো একে একে সবার

সাক্ষাতকার নেয় এবং প্রশংসিত হয়□

এরপর 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন' থেকে ডাক আসে। সেখানে সাত দিনের কোর্স করায়। তারপর বিটিভিতে 'আমাদের কথা' নামে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। 'আমরা রঙিন প্রজাপতি' অনুষ্ঠানে অডিশন ছাড়াই তাকে উপস্থাপিকার জন্য ডাকে। এবং সে তা করে□

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (নিমকো) থেকে ট্রেনিংয়ের পর ২০ জনকে সিলেকশন করা হয়। ওরা সেখান থেকে বেস্ট পারফর্মার পছন্দ করে ‘চিলড্রেন টেলিভিশন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ’ এ পাঠায়। সেখানে পাঁচ দিন সিনেমা তৈরির ওপর কোর্স করায়। সেখানে সে ১ মিনিটের একটি ‘কেয়ারলেস’ নামে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পরিচালনা করে□

সিটিবিটিতে প্রগ্রাম চলার সময় ‘চিলড্রেন কমিউনিকেশন বাংলাদেশ’ সংস্থার সিইও রবিউল ইসলাম রনি তাকে কাজে ডাকে। সেখানে ‘দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কার্টুন ফেস্টিভাল-২০১৪’ এ প্রেজেন্টার হিসেবে কাজ করে। এরপর সে বেস্ট প্রেজেন্টার সিলেকশন হয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ওই সংস্থার হয়ে উপস্থাপনা করে□

আমাদের এই ক্ষুদে বন্ধুর অনেক প্রতিভার মধ্যে অভিনয় দক্ষতাও কিন্তু অনেক। প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য ‘সেলফ মেড ম্যান’ চলচ্চিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়। সেখানেও সে যথারীতি সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করে□

২০১৩ সালে ‘এশিয়া ডিবেট টুরনামেন্ট২০১৩’ তে অংশগ্রহণ করে। সেখানে বিচারক হিসেবে ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ডিবেট ট্রেইনার আলফ্রেড স্লেইডার। সেখানেও সে সেরা স্পিকার নির্বাচিত হয়□

বহুমুখী প্রতিভার বন্ধু নানজীবা কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, জনপ্রিয় উপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন, চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, তাজউদ্দিন কন্যাসহ প্রায় ৩৫ জনেরও বেশি খ্যাতিমান মানুষের সাক্ষাতকার নেন□

একজন শিশু সাংবাদিক হিসেবে কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখো? এ প্রশ্নের জবাবে নানজীবা বলে, ‘আমি চাই বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের শিশুরা তাদের অধিকার ফিরে পাক। আমরা শুধু মুখে শিশু অধিকারের কথা বলি কিন্তু বাস্তবে আমাদের জন্য কেউই কিছু তেমন করছে না। পথশিশুদের কর্মমুখী জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়ে শিশুদের সব ধরনের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করতে হবে।’

banglamail 24.com

Banglamail24

< কচিকাঁচা

শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ ১৫:১১

ক্ষুদে সংবাদকর্মী নানজীবা

কচিকাঁচা ডেস্ক, বাংলামেইল২৪ডটকম

ঢাকা: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশু সাংবাদিকতার একটা চর্চা শুরু হয়েছে। সেটা অবশ্য প্রথম বিটিভিই সীমিত আকারে প্রচলন করে। এরপর বেসরকারি টেলিভিশন একুশে টিভিতে সাংবাদিক সায়মন ড্রিং 'মুক্ত খবর' নামে ছোটদের খবর শুরু করেন। সেখানে শিশুরাই নিউজ পড়া ও সংগ্রহ করতো। এখন কিছু কিছু টিভি চ্যানেল ও অনলাইন পোর্টালগুলো ছোটদের সাংবাদিক তৈরির কাজ করে যাচ্ছে। ছোটদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তুলছেন□

কচিকাঁচার বন্ধুদের সঙ্গে আজ পরিচয় করে দেবো প্রতিভাবান ক্ষুদে সংবাদকর্মী নানজীবা খানকে।
বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তোমাদের এ বন্ধুর স্কুল জীবন শুরু হয় বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে। ব্যাংকার মা ও চার্টার্ড অ্যাকাউটেন্ট বাবার একমাত্র মেয়ে□

প্রথম শ্রেণীতে পড়ার সময় ২০০৬ সালে দাদুভাইয়ের প্রতিষ্ঠিত কচিকাঁচায় আসরে যোগ দেয়। তখন সে ছবি আঁকতো। স্বপ্ন ছিল সে অনেক বড় আঁকিয়ে হবে। তাই 'জয়নুল-কমরুল ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন পেইন্টিং কমপিটিশন' এ নাম লেখায়। হাজার

হাজার প্রতিযোগীকে পিছিয়ে ফেলে ছোট্ট নানজীবা প্রথম হয়।

এরপর 'জাতীয় যুব দিবসের বিক্রয় প্রকল্প'তে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে। সেই সময় বিটিভিতে 'কাগজ কেটে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায়ও প্রথম হয়। 'শেখ রাসেল পেইন্টিং কমপিটিশন'এ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে□

ভারতেশ্বরী হোমসের ডিসপ্লে তাকে খুব আকর্ষণ করতো তাই এক বছরের জন্য টাঙ্গাইলে চলে যান। ২০১২ সালে অষ্টম শ্রেণীতে সেখানে ভর্তি হয়। এক বছর শেষে আবার ফিরে আসে ঢাকায়□

এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। তার মাও স্বপ্ন দেখতেন তার মেয়ে বড় হয়ে একদিন মস্তবড় চিত্রশিল্পী হবে। কিন্তু বিডি নিউজ পোর্টালে হ্যালোতে 'সাংবাদিক হতে চাইলে ক্লিক করো' লেখা দেখে কিছু না ভেবেই ক্লিক করে ফরম পূরণ করে দেয়। ডাক আসে সেখানে থেকে। তিনশো জন শিশু সেখানে উপস্থিত। সবাই সংবাদকর্মী হতে চায়। কিন্তু সবাইকে তো নেয়া যাবে না। তাই সেই তিনশ জন থেকে বাছাই করা হয় ২৫ জনকে। সেখানে আমাদের ক্ষুদে বন্ধু নানজীবা টিকে যায়□

শুধু টিকলেই তো হবে না। সামান্য কিছু প্রশিক্ষণ দিয়েই ফাইনাল সিলেকশনের জন্য অ্যাসাইমেন্ট দেয়া হয়। নানজীবার প্রথম অ্যাসাইমেন্ট ছিল হোটেল রূপসী বাংলাতে। সেখানে বাংলাদেশের তিনজন সেলিব্রেটি যাদুশিল্পী জুয়েল আইচ, ক্রিকেটার শাকিব আল হাসান ও চিত্রনায়িকা মৌসুমী ইউনিসেফের গুডউইল অ্যাম্বাসিডর নির্বাচিত হওয়ায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আর সেখানেই তার দায়িত্ব পরে ওই তিন সেলিব্রেটির সাক্ষাতকার নেয়ার। জীবনের প্রথম অ্যাসাইমেন্ট হলেও তেমন ঘাবড়ে যায়নি সে। তাইতো একে একে সবার সাক্ষাতকার নেয় এবং প্রশংসিত হয়□

এরপর 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন' থেকে ডাক আসে। সেখানে সাত দিনের কোর্স করায়। তারপর বিটিভিতে 'আমাদের কথা' নামে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। 'আমরা রঙিন প্রজাপতি' অনুষ্ঠানে অডিশন ছাড়াই তাকে উপস্থাপিকার জন্য ডাকে। এবং সে তা করে□

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (নিমকো) থেকে ট্রেনিংয়ের পর ২০ জনকে সিলেকশন করা হয়। ওরা সেখান থেকে বেস্ট পারফর্মার পছন্দ করে 'চিলড্রেন টেলিভিশন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' এ পাঠায়। সেখানে পাঁচ দিন সিনেমা তৈরির ওপর কোর্স করায়। সেখানে সে ১ মিনিটের একটি 'কেয়ারলেস' নামে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পরিচালনা করে□

সিটিবিটিতে প্রগ্রাম চলার সময় 'চিলড্রেন কমিউনিকেশন বাংলাদেশ' সংস্থার সিইও রবিউল ইসলাম রনি তাকে কাজে ডাকে। সেখানে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কার্টুন ফেস্টিভাল-২০১৪' এ প্রেজেন্টার হিসেবে কাজ করে। এরপর সে বেস্ট প্রেজেন্টার সিলেকশন হয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ওই সংস্থার হয়ে উপস্থাপনা করে□

আমাদের এই ক্ষুদে বন্ধুর অনেক প্রতিভার মধ্যে অভিনয় দক্ষতাও কিন্তু অনেক। প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য 'সেলফ মেড ম্যান' চলচ্চিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়। সেখানেও সে যথারীতি সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করে□

২০১৩ সালে 'এশিয়া ডিবেট টুরনামেন্ট২০১৩' তে অংশগ্রহণ করে। সেখানে বিচারক হিসেবে ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ডিবেট ট্রেইনার আলফ্রেড স্নেইডার। সেখানেও সে সেরা স্পিকার নির্বাচিত হয়□

বহুমুখী প্রতিভার বন্ধু নানজীবা কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, জনপ্রিয় উপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন, চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, তাজউদ্দিন কন্যাসহ প্রায় ৩৫ জনেরও বেশি খ্যাতিমান মানুষের সাক্ষাতকার নেন□

একজন শিশু সাংবাদিক হিসেবে কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখো? এ প্রশ্নের জবাবে নানজীবা বলে, 'আমি চাই বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের শিশুরা তাদের অধিকার ফিরে পাক। আমরা শুধু মুখে শিশু অধিকারের কথা বলি কিন্তু বাস্তবে আমাদের জন্য কেউই কিছু তেমন করছে না। পথশিশুদের কর্মমুখী জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়ে শিশুদের সব ধরনের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করতে হবে।'

শেষে বাংলামেইল নিউজ পোর্টালের সবার জন্য শুভকামনা জানায় ক্ষুদে সাংবাদিক নানজীবা খান□

মোমিন স্বপন, বাংলামেইল২৪ডটকম

netTV 24

বাংলার সংযোগ

www.nettv24.net

গুণান্বিত "নানজীবা খান"

হাতে কলম ধরার আগেই তুলি দিয়ে জীবনের ১ম প্রতিযোগিতায়ই অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক পুরস্কার। বয়স ১৫ বছরের গন্ডি পেরোনোর আগেই শিশু সাংবাদিক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র , তথ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি,তথ্য ও যোগাযোগ, তথ্য ও টেলিযোগাযোগ, খাদ্য, ভূমি- মন্ত্রীসহ অর্ধশতাধিকের বেশি প্রায় ৭২ জনের সাক্ষাতকার নেয়া শেষ তার।

সাংবাদিকতার শুরু বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার "সাকিব আল হাসান" এর সাক্ষাতকার নেয়ার মাধ্যমে। বাদ পড়েননি এমদাদুল হক মিলন, সেলিনা হোসেন,জুয়েল আইচ, ফরিদুর রেজা সাগর, মীর আহসান, হাবিবুল বাশার, র‍্যাবের প্রধান বেনজির আহমেদ,বাংলাদেশের ১ম ফটোগ্রাফার সায়েদা খানম, ১ম এভারেস্ট বিজয়ী মহিলা নিশাত মজুমদার, ১ম মহিলা তথ্য কমিশনার সাদেকা হালিম, জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা কবরী, আরিফা জামান মৌসুমী সহ এদেশের জনপ্রিয় ব্যাক্তিতরাও জীবনের ১ম স্বল্পদৈঘ্যের প্রামাণ্যচিত্র পরিচালনা করে অর্জন করেছে

'ইউনিসেফ' এর "মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড"।

জীবনের ১ম অভিনীত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি "সেলফ মেইড ম্যান" পেয়েছে ১ম পুরস্কার, জীবনের ১ম বিতর্কেই হয়েছে "শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক", শিশুতোষ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান কিশলয় কচি-কাচারমেলা এ জীবনের ১ম আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় হয়েছে ১ম। এমনকি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিএনসিসি প্রশিক্ষণেও পার পর ৩ টি ক্যাম্পিং এ উপস্থিত বক্তৃতায় অর্জন করেছে ১ম স্থান। এতক্ষণ যার কাজের বর্ণনা করছিলাম তিনি- সাংবাদিক,পরিচালক,উপস্থাপক,বিতার্কিক "নানজীবা খান"।

এই বয়সে শুধু কাজ করেই থেমে থাকেননি তিনি বরং অর্জন করা অ্যাওয়ার্ড এর টাকার অংশও তুলে দিয়েছেন পথশিশুদের হাতে।

শিশু সাংবাদিক নানজীবা খান

রকিবুজ্জামান খান

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশু সাংবাদিকতার একটা চর্চা শুরু হয়েছে। সেটা অবশ্য প্রথম বিটিভিই সীমিত আকারে প্রচলন করে। এরপর বেসরকারি টেলিভিশন একুশে টিভিতে সাংবাদিক সায়মন ড্রিং মুক্ত খবর নামে ছোটদের খবর শুরু করেন। সেখানে শিশুরাই নিউজ পড়া ও সংগ্রহ করতো। এখন কিছু কিছু টিভি চ্যানেল ও অনলাইন পোর্টালগুলো ছোটদের সাংবাদিক তৈরির কাজ করে যাচ্ছে। ছোটদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তুলছেন□

তেমনি একজন প্রতিভাবান ক্ষুদে সংবাদকর্মী নানজীবা খান। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী নানজীবার স্কুল জীবন শুরু হয় বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে। ব্যাংকার মা নাজরীন হাই ও চার্টার্ড অ্যাকাউটেন্ট বাবার একমাত্র মেয়ে□

প্রথম শ্রেণিতে পড়ার সময় ২০০৬ সালে দাদুভাইয়ের প্রতিষ্ঠিত কচিকাঁচার আসরে যোগ দেয় সে। তখন সে ছবি আঁকতো। স্বপ্ন ছিল অনেক বড় আঁকিয়ে হবে। তাই জয়নুল-কমরুল ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন পেইন্টিং কমপিটিশনে নাম লেখায়। হাজার হাজার প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে ছোট্ট নানজীবা প্রথম হয়□

এরপর জাতীয় যুব দিবসের বিক্রয় প্রকল্পতে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে। সেই সময় বিটিভিতে কাগজ কেঁটে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায়ও প্রথম হয়। শেখ রাসেল পেইন্টিং কমপিটিশনএ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে□

ভারতেশ্বরী হোমসের ডিসপ্লে তাকে খুব আকর্ষণ করতো তাই এক বছরের জন্য টাঙ্গাইলে চলে যান□ ২০১২ সালে অষ্টম শ্রেণিতে সেখানে ভর্তি হয়। এক বছর শেষে আবার ফিরে আসে ঢাকায়□

এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। তার মাও স্বপ্ন দেখতেন তার মেয়ে বড় হয়ে একদিন মস্তবড় চিত্রশিল্পী হবে। কিন্তু বিডি নিউজ পোর্টালে হ্যালোতে সাংবাদিক হতে চাইলে ক্লিক করুন লেখা দেখে কিছু না ভেবেই ক্লিক করে ফরম পূরণ করে দেয়। ডাক আসে সেখানে থেকে। তিনশ জন শিশু সেখানে উপস্থিত। সবাই সংবাদকর্মী হতে চায়। কিন্তু সবাইকে তো নেওয়া যাবে না। তাই সেই তিনশ জন থেকে বাছাই করা হয় ২৫ জনকে। সেখানে নানজীবা ভাগ্যক্রমে টিকে যায়□

শুধু টিকলেই তো হবে না। সামান্য কিছু প্রশিক্ষণ দিয়েই ফাইনাল সিলেকশনের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়। নানজীবার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ছিল হোটেল রূপসী বাংলাতে। সেখানে বাংলাদেশের তিনজন সেলিব্রেটি যাদুশিল্পী জুয়েল আইচ, ক্রিকেটার শাকিব আল হাসান ও চিত্রনায়িকা মৌসুমী ইউনিসেফের গুডউইল অ্যাম্বাসিডর নির্বাচিত হওয়ায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আর সেখানেই তার দায়িত্ব পরে ওই তিন সেলিব্রেটির সাক্ষাতকার নেওয়ার। জীবনের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট হলেও তেমন ঘাবড়ে যায়নি সে। তাইতো একে একে সবার সাক্ষাতকার নেয় এবং প্রশংসিত হয়□

এরপর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেস কমিউনিকেশন থেকে ডাক আসে। সেখানে সাত দিনের কোর্স করায়। তারপর বিটিভিতে আমাদের কথা নামে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। আমরা রঙিন প্রজাপতি অনুষ্ঠানে অডিশন ছাড়াই তাকে উপস্থাপিকার জন্য ডাকে। এবং সেটাতেও সফল হয়□

এরপর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেস কমিউনিকেশন থেকে ডাক আসে। সেখানে সাত দিনের কোর্স করায়। তারপর বিটিভিতে আমাদের কথা নামে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। আমরা রঙিন প্রজাপতি অনুষ্ঠানে অডিশন ছাড়াই তাকে উপস্থাপিকার জন্য ডাকে। এবং সেটাতেও সফল হয়□

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (নিমকো) থেকে ট্রেনিংয়ের পর ২০ জনকে সিলেকশন করা হয়। ওরা সেখান থেকে বেস্ট পারফর্মার পছন্দ করে চিলড্রেন টেলিভিশন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে পাঠায়। সেখানে পাঁচ দিন সিনেমা তৈরির ওপর কোর্স করায়। সেখানে সে ১ মিনিটের একটি কেয়ারলেস নামে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পরিচালনা করে□

সিটিবিটিতে প্রগ্রাম চলার সময় চিলড্রেন কমিউনিকেশন বাংলাদেশ সংস্থার সিইও রবিউল ইসলাম রনি তাকে কাজে ডাকে। সেখানেও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কার্টুন ফেস্টিভাল-২০১৪ এ প্রেজেন্টার হিসেবে কাজ করে। এরপর সে বেস্ট প্রেজেন্টার সিলেকশন হয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ওই সংস্থার হয়ে উপস্থাপনা করে□

আমাদের এই ক্ষুদে বন্ধুর অনেক প্রতিভার মধ্যে অভিনয় দক্ষতাও কিন্তু অনেক। প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য সেলফ মেড ম্যান চলচ্চিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়। সেখানেও সে যথারীতি সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করে□

২০১৩ সালে এশিয়া ডিবেট টুর্নামেন্ট ২০১৩ তে অংশগ্রহণ করে। সেখানে বিচারক হিসেবে ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ডিবেট ট্রেইনার আলফ্রেড স্নেইডার। সেখানেও সে সেরা স্পিকার নির্বাচিত হয়। বহুমুখী প্রতিভার বন্ধু নানজীবা কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, জনপ্রিয় উপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন, চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, তাজউদ্দিন কন্যাসহ প্রায় ৩৫ জনেরও বেশি খ্যাতিমান মানুষের সাক্ষাতকার নেন□

একজন শিশু সাংবাদিক হিসেবে কেমন বাংলাদেশের সম্ভাবনা দেখো? এ প্রশ্নের জবাবে নানজীবা বলে, 'আমি চাই বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের শিশুরা তাদের অধিকার ফিরে পাক। আমরা শুধু মুখে শিশু অধিকারের কথা বলি। কিন্তু বাস্তবে আমাদের জন্য কেউই তেমন কিছু করছে না। পথশিশুদের কর্মমুখী জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়ে শিশুদের সব ধরনের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করতে হবে।'

ওএনবি/এমআরকে/কেএইচ

- See more at: http://hello.bdnews24.com/amarkotha/article2901.bdnews#sthash.Lu

bd News Times
NEWS | ENTERTAINMENT | ENJOYMENT

শিশু সাংবাদিকতায় নানজীবার পথ চলা

ঢাকা: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশু সাংবাদিকতার একটা চর্চা শুরু হয়েছে। সেটা অবশ্য প্রথম বিটিভিই সীমিত আকারে প্রচলন করে। এরপর বেসরকারি টেলিভিশন একুশে টিভিতে সাংবাদিক সায়মন ড্রিং 'মুক্ত খবর' নামে ছোটদের খবর শুরু করেন। সেখানে শিশুরাই নিউজ পড়া ও সংগ্রহ করতো। এখন কিছু কিছু টিভি চ্যানেল ও অনলাইন পোর্টালগুলো ছোটদের সাংবাদিক তৈরির কাজ করে যাচ্ছে। ছোটদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তুলছেন□

বিডিনিউজ টাইমস ডট কম বন্ধুদের সঙ্গে আজ পরিচয় করে দেবো প্রতিভাবান ক্ষুদে সংবাদকর্মী নানজীবা থানকে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তোমাদের এ বন্ধুর স্কুল জীবন শুরু হয় বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে। ব্যাংকার মা ও চার্টার্ড অ্যাকাউটেন্ট বাবার একমাত্র মেয়ে□

প্রথম শ্রেণীতে পড়ার সময় ২০০৬ সালে দাদুভাইয়ের প্রতিষ্ঠিত কচিকাঁচায় আসরে যোগ দেয়। তখন সে ছবি আঁকতো। স্বপ্ন ছিল সে অনেক বড় আঁকিয়ে হবে। তাই 'জয়নুল-কমরুল ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন পেইন্টিং কমপিটিশন' এ নাম লেখায়। হাজার হাজার প্রতিযোগীকে পিছিয়ে ফেলে ছোট্ট নানজীবা প্রথম হয়□

এরপর 'জাতীয় যুব দিবসের বিক্রয় প্রকল্প'তে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে। সেই সময় বিটিভিতে 'কাগজ কেটে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায়ও প্রথম হয়। 'শেখ রাসেল পেইন্টিং কমপিটিশন'এ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে□

ভারতেশ্বরী হোমসের ডিসপ্লে তাকে খুব আকর্ষণ করতো তাই এক বছরের জন্য টাঙ্গাইলে চলে যান। ২০১২ সালে অষ্টম শ্রেণীতে সেখানে ভর্তি হয়। এক বছর শেষে আবার ফিরে আসে ঢাকায়□

এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। তার মাও স্বপ্ন দেখতেন তার মেয়ে বড় হয়ে একদিন মস্তবড় চিত্রশিল্পী হবে। কিন্তু বিডি নিউজ পোর্টালে হ্যালোতে 'সাংবাদিক হতে চাইলে ক্লিক করো' লেখা দেখে কিছু না ভেবেই ক্লিক করে ফরম পূরণ করে দেয়। ডাক আসে সেখানে থেকে। তিনশো জন শিশু সেখানে উপস্থিত। সবাই সংবাদকর্মী হতে চায়। কিন্তু সবাইকে তো নেয়া যাবে না। তাই সেই তিনশ জন থেকে বাছাই করা হয় ২৫ জনকে। সেখানে আমাদের ক্ষুদে বন্ধু নানজীবা টিকে যায়□

শুধু টিকলেই তো হবে না। সামান্য কিছু প্রশিক্ষণ দিয়েই ফাইনাল সিলেকশনের জন্য অ্যাসাইমেন্ট দেয়া হয়। নানজীবার প্রথম অ্যাসাইমেন্ট ছিল হোটেল রূপসী বাংলাতে। সেখানে বাংলাদেশের তিনজন সেলিব্রেটি যাদুশিল্পী জুয়েল আইচ, ক্রিকেটার শাকিব আল হাসান ও চিত্রনায়িকা মৌসুমী ইউনিসেফের গুডউইল অ্যাম্বাসিডর নির্বাচিত হওয়ায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আর সেখানেই তার দায়িত্ব পরে ওই তিন সেলিব্রেটির সাক্ষাতকার নেয়ার। জীবনের প্রথম অ্যাসাইমেন্ট হলেও তেমন ঘাবড়ে যায়নি সে। তাইতো একে একে সবার

সাক্ষাতকার নেয় এবং প্রশংসিত হয়□

এরপর 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন' থেকে ডাক আসে। সেখানে সাত দিনের কোর্স করায়। তারপর বিটিভিতে 'আমাদের কথা' নামে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। 'আমরা রঙিন প্রজাপতি' অনুষ্ঠানে অডিশন ছাড়াই তাকে উপস্থাপিকার জন্য ডাকে। এবং সে তা করে□

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (নিমকো) থেকে ট্রেনিংয়ের পর ২০ জনকে সিলেকশন করা হয়। ওরা সেখান থেকে বেস্ট পারফর্মার পছন্দ করে 'চিলড্রেন টেলিভিশন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' এ পাঠায়। সেখানে পাঁচ দিন সিনেমা তৈরির ওপর কোর্স করায়। সেখানে সে ১ মিনিটের একটি 'কেয়ারলেস' নামে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পরিচালনা করে□

সিটিবিটিতে প্রগ্রাম চলার সময় 'চিলড্রেন কমিউনিকেশন বাংলাদেশ' সংস্থার সিইও রবিউল ইসলাম রনি তাকে কাজে ডাকে। সেখানে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কার্টুন ফেস্টিভাল-২০১৪' এ প্রেজেন্টার হিসেবে কাজ করে। এরপর সে বেস্ট প্রেজেন্টার সিলেকশন হয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ওই সংস্থার হয়ে উপস্থাপনা করে□

আমাদের এই ক্ষুদে বন্ধুর অনেক প্রতিভার মধ্যে অভিনয় দক্ষতাও কিন্তু অনেক। প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য 'সেলফ মেড ম্যান' চলচ্চিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়। সেখানেও সে যথারীতি সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করে□

২০১৩ সালে 'এশিয়া ডিবেট টুরনামেন্ট২০১৩' তে অংশগ্রহণ করে। সেখানে বিচারক হিসেবে ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ডিবেট ট্রেইনার আলফ্রেড স্নেইডার। সেখানেও সে সেরা স্পিকার নির্বাচিত হয়□

বহুমুখী প্রতিভার বন্ধু নানজীবা কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, জনপ্রিয় উপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন, চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, তাজউদ্দিন কন্যাসহ প্রায় ৩৫ জনেরও বেশি খ্যাতিমান মানুষের সাক্ষাতকার নেন□

একজন শিশু সাংবাদিক হিসেবে কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখো? এ প্রশ্নের জবাবে নানজীবা বলে, 'আমি চাই বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের শিশুরা তাদের অধিকার ফিরে পাক। আমরা শুধু মুখে শিশু অধিকারের কথা বলি কিন্তু বাস্তবে আমাদের জন্য কেউই কিছু তেমন করছে না। পথশিশুদের কর্মমুখী জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়ে শিশুদের সব ধরনের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করতে হবে।'

banglamail 24.com

Banglamail24

< কচিকাঁচা

শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ ১৫:১১

ক্ষুদে সংবাদকর্মী নানজীবা

কচিকাঁচা ডেস্ক, বাংলামেইল২৪ডটকম

ঢাকা: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশু সাংবাদিকতার একটা চর্চা শুরু হয়েছে। সেটা অবশ্য প্রথম বিটিভিই সীমিত আকারে প্রচলন করে। এরপর বেসরকারি টেলিভিশন একুশে টিভিতে সাংবাদিক সায়মন ড্রিং 'মুক্ত খবর' নামে ছোটদের খবর শুরু করেন। সেখানে শিশুরাই নিউজ পড়া ও সংগ্রহ করতো। এখন কিছু কিছু টিভি চ্যানেল ও অনলাইন পোর্টালগুলো ছোটদের সাংবাদিক তৈরির কাজ করে যাচ্ছে। ছোটদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তুলছেন□

কচিকাঁচার বন্ধুদের সঙ্গে আজ পরিচয় করে দেবো প্রতিভাবান ক্ষুদে সংবাদকর্মী নানজীবা খানকে।
বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তোমাদের এ বন্ধুর স্কুল জীবন শুরু হয় বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে। ব্যাংকার মা ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বাবার একমাত্র মেয়ে□

প্রথম শ্রেণীতে পড়ার সময় ২০০৬ সালে দাদুভাইয়ের প্রতিষ্ঠিত কচিকাঁচায় আসরে যোগ দেয়। তখন সে ছবি আঁকতো। স্বপ্ন ছিল সে অনেক বড় আঁকিয়ে হবে। তাই 'জয়নুল-কমরুল ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন পেইন্টিং কমপিটিশন' এ নাম লেখায়। হাজার

হাজার প্রতিযোগীকে পিছিয়ে ফেলে ছোট্ট নানজীবা প্রথম হয়।

এরপর 'জাতীয় যুব দিবসের বিক্রয় প্রকল্প'তে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে। সেই সময় বিটিভিতে 'কাগজ কেটে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায়ও প্রথম হয়। 'শেখ রাসেল পেইন্টিং কমপিটিশন'এ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে□

ভারতেশ্বরী হোমসের ডিসপ্লে তাকে খুব আকর্ষণ করতো তাই এক বছরের জন্য টাঙ্গাইলে চলে যান। ২০১২ সালে অষ্টম শ্রেণীতে সেখানে ভর্তি হয়। এক বছর শেষে আবার ফিরে আসে ঢাকায়□

এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। তার মাও স্বপ্ন দেখতেন তার মেয়ে বড় হয়ে একদিন মস্তবড় চিত্রশিল্পী হবে। কিন্তু বিডি নিউজ পোর্টালে হ্যালোতে 'সাংবাদিক হতে চাইলে ক্লিক করো' লেখা দেখে কিছু না ভেবেই ক্লিক করে ফরম পূরণ করে দেয়। ডাক আসে সেখানে থেকে। তিনশো জন শিশু সেখানে উপস্থিত। সবাই সংবাদকর্মী হতে চায়। কিন্তু সবাইকে তো নেয়া যাবে না। তাই সেই তিনশ জন থেকে বাছাই করা হয় ২৫ জনকে। সেখানে আমাদের ক্ষুদে বন্ধু নানজীবা টিকে যায়□

শুধু টিকলেই তো হবে না। সামান্য কিছু প্রশিক্ষণ দিয়েই ফাইনাল সিলেকশনের জন্য অ্যাসাইমেন্ট দেয়া হয়। নানজীবার প্রথম অ্যাসাইমেন্ট ছিল হোটেল রূপসী বাংলাতে। সেখানে বাংলাদেশের তিনজন সেলিব্রেটি যাদুশিল্পী জুয়েল আইচ, ক্রিকেটার শাকিব আল হাসান ও চিত্রনায়িকা মৌসুমী ইউনিসেফের গুডউইল অ্যাম্বাসিডর নির্বাচিত হওয়ায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আর সেখানেই তার দায়িত্ব পরে ওই তিন সেলিব্রেটির সাক্ষাতকার নেয়ার। জীবনের প্রথম অ্যাসাইমেন্ট হলেও তেমন ঘাবড়ে যায়নি সে। তাইতো একে একে সবার সাক্ষাতকার নেয় এবং প্রশংসিত হয়□

এরপর 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন' থেকে ডাক আসে। সেখানে সাত দিনের কোর্স করায়। তারপর বিটিভিতে 'আমাদের কথা' নামে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। 'আমরা রঙিন প্রজাপতি' অনুষ্ঠানে অডিশন ছাড়াই তাকে উপস্থাপিকার জন্য ডাকে। এবং সে তা করে□

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (নিমকো) থেকে ট্রেনিংয়ের পর ২০ জনকে সিলেকশন করা হয়। ওরা সেখান থেকে বেস্ট পারফর্মার পছন্দ করে 'চিলড্রেন টেলিভিশন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' এ পাঠায়। সেখানে পাঁচ দিন সিনেমা তৈরির ওপর কোর্স করায়। সেখানে সে ১ মিনিটের একটি 'কেয়ারলেস' নামে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পরিচালনা করে□

সিটিবিটিতে প্রগ্রাম চলার সময় 'চিলড্রেন কমিউনিকেশন বাংলাদেশ' সংস্থার সিইও রবিউল ইসলাম রনি তাকে কাজে ডাকে। সেখানে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কার্টুন ফেস্টিভাল-২০১৪' এ প্রেজেন্টার হিসেবে কাজ করে। এরপর সে বেস্ট প্রেজেন্টার সিলেকশন হয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ওই সংস্থার হয়ে উপস্থাপনা করে□

আমাদের এই ক্ষুদে বন্ধুর অনেক প্রতিভার মধ্যে অভিনয় দক্ষতাও কিন্তু অনেক। প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য 'সেলফ মেড ম্যান' চলচ্চিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়। সেখানেও সে যথারীতি সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করে□

২০১৩ সালে 'এশিয়া ডিবেট টুরনামেন্ট২০১৩' তে অংশগ্রহণ করে। সেখানে বিচারক হিসেবে ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ডিবেট ট্রেইনার আলফ্রেড স্নেইডার। সেখানেও সে সেরা স্পিকার নির্বাচিত হয়□

বহুমুখী প্রতিভার বন্ধু নানজীবা কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, জনপ্রিয় উপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন, চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, তাজউদ্দিন কন্যাসহ প্রায় ৩৫ জনেরও বেশি খ্যাতিমান মানুষের সাক্ষাতকার নেন□

একজন শিশু সাংবাদিক হিসেবে কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখো? এ প্রশ্নের জবাবে নানজীবা বলে, 'আমি চাই বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের শিশুরা তাদের অধিকার ফিরে পাক। আমরা শুধু মুখে শিশু অধিকারের কথা বলি কিন্তু বাস্তবে আমাদের জন্য কেউই কিছু তেমন করছে না। পথশিশুদের কর্মমুখী জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়ে শিশুদের সব ধরনের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করতে হবে।'

শেষে বাংলামেইল নিউজ পোর্টালের সবার জন্য শুভকামনা জানায় ক্ষুদে সাংবাদিক নানজীবা খান□

মোমিন স্বপন, বাংলামেইল২৪ডটকম

www.nettv24.net

গুণান্বিত "নানজীবা খান"

হাতে কলম ধরার আগেই তুলি দিয়ে জীবনের ১ম প্রতিযোগিতায়ই অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক পুরস্কার। বয়স ১৫ বছরের গন্ডি পেরোনোর আগেই শিশু সাংবাদিক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র , তথ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি,তথ্য ও যোগাযোগ, তথ্য ও টেলিযোগাযোগ, খাদ্য, ভূমি- মন্ত্রীসহ অর্ধশতাধিকের বেশি প্রায় ৭২ জনের সাক্ষাতকার নেয়া শেষ তার।

সাংবাদিকতার শুরু বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার "সাকিব আল হাসান" এর সাক্ষাতকার নেয়ার মাধ্যমে। বাদ পড়েননি এমদাদুল হক মিলন, সেলিনা হোসেন,জুয়েল আইচ, ফরিদুর রেজা সাগর, মীর আহসান, হাবিবুল বাশার, র‍্যাবের প্রধান বেনজির আহমেদ,বাংলাদেশের ১ম ফটোগ্রাফার সায়েদা খানম, ১ম এভারেস্ট বিজয়ী মহিলা নিশাত মজুমদার, ১ম মহিলা তথ্য কমিশনার সাদেকা হালিম, জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা কবরী, আরিফা জামান মৌসুমী সহ এদেশের জনপ্রিয় ব্যাক্তিতরাও জীবনের ১ম স্বল্পদৈঘ্যের প্রামাণ্যচিত্র পরিচালনা করে অর্জন করেছে

ইউনিসেফ' এর "মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড"।

জীবনের ১ম অভিনীত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি "সেলফ মেইড ম্যান" পেয়েছে ১ম পুরস্কার, জীবনের ১ম বিতর্কেই হয়েছে "শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক", শিশুতোষ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান কিশলয় কচি-কাচারমেলা এ জীবনের ১ম আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় হয়েছে ১ম। এমনকি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিএনসিসি প্রশিক্ষণেও পার পর ৩ টি ক্যাম্পিং এ উপস্থিত বক্তৃতায় অর্জন করেছে ১ম স্থান। এতক্ষণ যার কাজের বর্ণনা করছিলাম তিনি-সাংবাদিক,পরিচালক,উপস্থাপক,বিতার্কিক "নানজীবা খান"।

এই বয়সে শুধু কাজ করেই থেমে থাকেননি তিনি বরং অর্জন করা অ্যাওয়ার্ড এর টাকার অংশও তুলে দিয়েছেন পথশিশুদের হাতে।